Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গোপন গোনাহ থেকে বাচার উপায়

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রুসনা বেগম

রোলঃ ২১৫০০৫৭২

৩ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গোপন গোনাহ থেকে বাচার উপায়

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুজিবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রুসনা বেগম
রোলঃ ২১৫০০৫৭২

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "গোপন গোনাহ থেকে বাচার উপায়" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে রুসনা বেগম, আইডিঃ ২১৫০০৫৭২ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুজিবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "গোপন গোনাহ থেকে বাচার উপায়" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুজিবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।



(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

রুসনা বেগম

আইডিঃ ২১৫০০৫৭২

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা

দুনিয়ার প্রত্যেকটি শিশুই ফিতরাত বা স্বভাব-ধর্ম ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে। আবার মানুষ মাত্রই কোন না কোনভাবে কখনো না কখনো প্রবৃত্তির তাড়নায় বা শয়তানের ধোঁকায় ভুল-ত্রুটি, গুনাহ-খাতা করে বসে; তা সে গুনাহ ছোট হোক বা বড় হোক, ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, জেনে হোক বা না জেনে হোক। শয়তান আল্লাহর নিকট প্রতিজ্ঞা করেই দুনিয়ায় এসেছে যে, সে আদমসন্তানকে আল্লাহর সরল পথ থেকে বিপথে পরিচালিত করার চেষ্টা করবেই। যা আল্লাহ তা'আলা এভাবে বর্ণনা করেছেন -

قَالَ أَنْظِرْنِىْ إِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ 14- قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ -15 قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِىْ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ 16- ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِيْنَ 17

''সে (শয়তান) বলল, 'সেদিন (ক্বিয়ামাত) পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন, যেদিন তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে'। তিনি বললেন, 'নিশ্চয় তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত'। সে বলল, 'যেহেতু আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন (সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন), সে কারণে অবশ্যই আমি তাদের জন্য আপনার সোজা পথে বসে থাকব। 'তারপর অবশ্যই তাদের নিকট উপস্থিত হব তাদের সামনে থেকে ও তাদের পেছন থেকে এবং তাদের ডান দিক থেকে ও তাদের বাম দিক থেকে। আর আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না'।''[1]

তাই তো দেখা যায় অধিকাংশ মানুষই জীবনের কখনো না কখনো শয়তানের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে গুনাহ অর্জন করে।

গুনাহ করাটা মানুষের জন্য স্বাভাবিক। যেমনটা আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ

‘‘প্রত্যেক আদম সন্তানই চরম গুনাহগার। আর গুনাহগারদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে তাওবাকারীগণ।’’[2]

গুনাহ কাকে বলে?

গুনাহ’ শব্দটি বাংলা ভাষায় বহুল প্রচলিত হলেও এটি মূলত ফার্সি শব্দ।[1] গুনাহ বুঝাতে বাংলায় আরও একটি বহুল প্রচলিত শব্দ হচ্ছে পাপ। বাংলা অভিধানে এর অর্থ লেখা হয়েছে অন্যায়, কলুষ, দুষ্কৃতি ইত্যাদি।[2] আরবীতে গুনাহ বা পাপ বুঝানোর জন্য অনেকগুলো পরিভাষা ব্যবহৃত হয়। যেমন, আল ইস্ম (الإثْمُ), আল খাত্বা ও আল খাত্বীআহ্ (الخطأ والخطيئة), আল মা‘সিয়াহ্ (المعصيةُ), আল জুর্ম (الجرمُ), আয্ যান্ব (الذنبُ) ইত্যাদি।

এ সকল পরিভাষার মাঝে কিছু সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকলেও মূলত যা বুঝায় তা হলো, আল্লাহ তা‘আলা ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর আদেশ পালন না করা বা তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ করা ও তাঁদের নিষেধকৃত কাজ করা, তা প্রকাশ্যেই হোক বা গোপনে হোক।

গুনাহ-এর প্রকারভেদ

গুনাহ বা পাপগুলোকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা যায় :

১. কাবীরা গুনাহ বা বড় গুনাহ; যেমন শির্ক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, নিরপরাধ মানুষ হত্যা করা, বিদ্‘আত করা, মিথ্যা বলা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, যাদু করা, সুদ খাওয়া ইত্যাদি।

২. সগীরা গুনাহ বা ছোট গুনাহ; যেগুলো কাবীরা গুনাহ নয় এমন গুনাহ; যেমন, পরনারীর প্রতি দ্বিতীয়বার তাকানো ইত্যাদি।

কাবীরা গুনাহের তালিকা

কাবীরা গুনাহের কোন সুনির্দিষ্ট তালিকা কুরআন ও হাদীসে একই জায়গায় ধারাবাহিকভাবে আসেনি। বিভিন্ন আয়াত ও হাদীস গবেষণা করে ‘আলিমগণ কাবীরা গুনাহের তালিকা প্রণয়ন করেছেন। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছেন ইমাম হাফিয শামসুদ্দীন আয্ যাহাবী (রহিমাহুল্লাহ)[1]। তিনি তার কিতাব ‘‘আল কাবায়ির’’-এর মধ্যে অর্ধশতাধিক কাবীরা গুনাহের তালিকা দিয়েছেন। সম্প্রতি সাউদী আরবের বিখ্যাত ‘আলিম শাইখ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম বিন ‘আবদুল্লাহ আত্ তুয়াইজিরী একটি তালিকা প্রণয়ন করেছেন যা তার রচিত ইসলামী ফিকহ বিশ্বকোষ-এর ১৬ তম পর্বে ‘‘কিতাবুল কাবায়ির’’ নামে উল্লিখিত হয়েছে। নিম্নে সেই তালিকাটি পেশ করা হলো। উল্লেখ্য যে, তিনি তার লেখায় প্রতিটি কাবীরা গুনাহর দলীল উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমরা কলেবর বৃদ্ধির শঙ্কায় দলীলগুলোর মূলপাঠ (Text) উল্লেখ না করে শুধু সূত্র (রেফারেন্স) উল্লেখ করে দিয়েছি। যাতে করে কোন পাঠক চাইলে সেই সূত্র ধরে বিস্তারিত জেনে নিতে পারেন।[2]

(ক) অন্তরের কাবীরা গুনাহ:

১. কুফর[3]

২. শির্ক[4]

৩. অহংকার[5]

৪. মুনাফিক্বী[6]

৫. রিয়া বা লোক দেখানো ‘আমল[7]

৬. যাদু করা[8]

৭. অশুভ লক্ষণ বিশ্বাস করা[9]

(খ) জ্ঞান ও জিহাদ সংক্রান্ত কাবীরা গুনাহ:

৮. আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশে জ্ঞান অর্জন করা[10]

৯. জ্ঞান গোপন করা[11]

১০. আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর উপর মিথ্যা আরোপ করা[12]

১১. জ্ঞান অনুযায়ী ‘আমল না করা[13]

১২. আল্লাহর পথে দা‘ওয়াত দানে বিরত থাকা বা দা‘ওয়াতী কাজ ছেড়ে দেয়া[14]

১৩. সৎ কাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজে নিষেধ করা হতে বিরত থাকা বা তা ছেড়ে দেয়া[15]

১৪. আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা হতে বিরত থাকা বা তা ছেড়ে দেয়া[16]

১৫. ভ্রান্তদলের পক্ষে যুদ্ধ করা[17]

১৬. যুদ্ধে মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব করা ও তাদেরকে সাহায্য করা[18]

(গ) ‘ইবাদাতের ক্ষেত্রে কাবীরা গুনাহ

১৭. পেশাব হতে বেঁচে/সতর্ক না থাকা (যথাযথভাবে পরিচ্ছন্ন না থাকা)[19]

১৮. সলাত পরিত্যাগ করা[20]

১৯. সলাতে ইমামের পূর্বে কোন কাজ করা[21]

২০. সলাত আদায়কারীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা[22]

২১. যাকাত দানে বাধা দেয়া বা যাকাত না দেয়া[23]

২২. সিয়াম পরিত্যাগ করা[24]

২৩. হাজ্জ পরিত্যাগ করা[25]

২৪. আল্লাহকে স্মরণ না করা[26]

(ঘ) শাসন-প্রশাসন ও লেনদেনের ক্ষেত্রে কাবীরা গুনাহ

২৫. আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান ছাড়া শাসন/বিচার করা[27]

২৬. শাসক কর্তৃক নাগরিকদের ধোঁকাদান বা নাগরিকদের সাথে প্রতারণা করা[28]

২৭. অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করা[29]

২৮. সূদ খাওয়া[30]

২৯. ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ ও অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা[31]

৩০. জুয়া খেলা[32]

৩১. মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া[33]

৩২. শরীয়তের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা[34]

৩৩. স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রয় করে মূল্য গ্রহণ করা[35]

৩৪. অন্যায়ভাবে মালিকানা দাবি করা[36]

৩৫. মানুষের সাথে প্রতারণা করা[37]

৩৬. মিথ্যা ক্বসম করে পণ্য বিক্রয় করা[38]

৩৭. অন্যায় উদ্দেশে পণ্য মজুদ করা[39]

৩৮. মিথ্যা শপথ করা[40]

৩৯. দোষ গোপন ও মিথ্যা কথা বলে পণ্য বিক্রয় করা[41]

৪০. হারাম ব্যবসা করা[42]

৪১. যুলুম করে (অন্যায়ভাবে) কোন কিছু গ্রহণ করা[43]

৪২. সাক্ষ্য গোপন করা[44]

৪৩. জমিনের সীমানা/খুঁটি অন্যায়ভাবে পরিবর্তন করা[45]

(ঙ) পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ক কাবীরা গুনাহ

৪৪. অধীনদের ওপর অত্যাচার করা[46]

৪৫. পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া[47]

৪৬. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা[48]

৪৭. কারো বংশ নিয়ে কটাক্ষ করা[49]

৪৮. বিনা কারণে মুসলিমের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা[50]

৪৯. মন্দ নামে ডাকা[51]

৫০. প্রতিবেশীর সাথে দুর্ব্যবহার করা[52]

৫১. মানুষকে কষ্ট দেয়া[53]

৫২. এমন কথা বলা যা বললে আল্লাহ তা‘আলা রাগান্বিত হন[54]

৫৩. মুসলিমকে কাফির বলা[55]

৫৪. বিনা প্রয়োজনে ভিক্ষাবৃত্তি করা[56]

৫৫. স্বামীর অবাধ্য হওয়া[57]

৫৬. স্ত্রীর ওপর অত্যাচার করা[58]

৫৭. স্বামীর ডাকে সাড়া না দেয়া[59]

৫৮. মুত্‘আহ্ (সাময়িক চুক্তিভিত্তিক)বিবাহ করা[60]

৫৯. গায়রে মাহরাম (যাদের সাথে বিবাহ বৈধ) মহিলার সাথে বিবাহহীন অবস্থায় নির্জনে অবস্থান করা[61]

৬০. সন্তানদের মাঝে সমতা বিধান না করা[62]

৬১. দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করা[63]

(চ) চারিত্রিক কাবীরা গুনাহ

৬২. মিথ্যা বলা[64]

৬৩. সতী-সাধ্বী নারীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া[65]

৬৪. গীবত ও চোগলখোরী করা[66]

৬৫. আমানতের খিয়ানত করা[67]

৬৬. অভিশাপ দেয়া[68]

৬৭. সাহাবীদেরকে গালি দেয়া[69]

৬৮. অসমীচীন ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা[70]

৬৯. সীমালঙ্ঘন করা[71]

৭০. অত্যাচার ও শত্রুতা করা[72]

৭১. মারাত্মক ঝগড়া বিবাদ করা[73]

৭২. অশ্রাব্য গালিগালাজ করা[74]

৭৩. হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা[75]

৭৪. গর্ব ও অহংকার করা[76]

৭৫. কৃপণতা করা[77]

৭৬. বাড়াবাড়ি করা[78]

৭৭. বিশ্বাসঘাতকতা করা[79]

৭৮. অপকৌশল ও ঠকবাজি করা[80]

৭৯. অন্যায়ভাবে মানুষকে হত্যা করা[81]

৮০. আত্মহত্যা করা[82]

৮১. অপচয় করা[83]

৮২. অপব্যয় করা[84]

৮৩. স্বেচ্ছাচারিতা করা[85]

৮৪. গোয়েন্দাগিরি করা[86]

৮৫. অন্যায়ভাবে রাগান্বিত হওয়া[87]

৮৬. অশ্লীল ভাষায় কথা বলা[88]

৮৭. আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিরাপদ মনে করা[89]

৮৮. আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া[90]

৮৯. অপরের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা[91]

৯০. উপকার করে খোঁটা দেয়া[92]

৯১. আল্লাহর ওয়ালীদের সাথে শত্রুতা করা[93]

৯২. আল্লাহর শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব করা[94]

৯৩. হারামের মধ্যে ডুবে থাকা[95]

৯৪. ওয়াদা ভঙ্গ করা[96]

৯৫. মাদকাসক্ত হওয়া[97]

৯৬. যিনা বা ব্যভিচার করা[98]

৯৭. সমকামিতায় লিপ্ত হওয়া[99]

৯৮. চুরি করা[100]

৯৯. ডাকাতি করা[101]

১০০. চেহারায় দাগ কাটা ও চিহ্ন দেয়া[102]

১০১. সোনা-রূপার পাত্রে পানাহার করা[103]

১০২. পুরুষের রেশম বা স্বর্ণের পোশাক পরিধান করা[104]

১০৩. অস্ত্র দিয়ে কারো দিকে ইশারা করা[105]

১০৪. জানা সত্ত্বেও অন্যকে পিতা দাবী করা[106]

১০৫. বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ ও বাজনা শোনা[107]

১০৬. কবরের উপর বসা[108]

১০৭. টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পড়া[109]

১০৮. পুরুষদের মহিলার বেশ এবং মহিলাদের পুরুষদের বেশ ধারণ করা[110]

১০৯. ছায়ায় ও রাস্তায় প্রসাব-পায়খানা করা[111]

১১০. মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত কোন জন্তুকে আটকে রাখা[112]

১১১. কোন জন্তুকে তীর বা গুলি লাগানোর ট্রেনিং-এর লক্ষ্য বস্তু বানানো[113]

১১২. বিনা কারণে কুকুর পোষা[114]

১১৩. মৃত জন্তু ও রক্ত খাওয়া[115]

উল্লেখ্য যে, উপর্যুক্ত তালিকায় বর্ণিত গুনাহগুলোর মধ্যে শাস্তির পরিমাণ ও ভয়ংকরিতার দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে। এগুলোর কোনটি পৃথিবীতে দন্ডনীয় অপরাধ আবার কোনটির পৃথিবীতে দন্ড উল্লেখ নেই। আবার কিছু গুনাহ কাবীরা গুনাহ কিনা তা নিয়ে ‘আলিমগণের মধ্যে সঙ্গত কারণেই মতবিরোধ রয়েছে। তাছাড়া যেহেতু এখানে সংক্ষেপে শুধু গুনাহগুলোর শিরোনাম উল্লেখ করা হয়েছে সেহেতু উল্লিখিত শিরোনামগুলোর সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা বোঝা জরুরি। নতুবা ভুল বোঝার আশঙ্কা রয়েছে। এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য সংশিস্নষ্ট বইপত্র পড়ে ও ‘আলিমদের জিজ্ঞেস করে স্পষ্ট করে বুঝে নেয়া উচিত।

গুনাহ থেকে বাচার ১০ টি কৌশল

এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, সে (শয়তান) বলল, ‘সে দিন পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন, যেদিন তাদের (আদম সন্তানকে) পুনরুজ্জীবিত করা হবে।’ তিনি (আল্লাহ) বললেন, ‘নিশ্চয় তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত।’ সে (শয়তান) বলল, ‘যেহেতু আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, সে কারণে অবশ্যই আমি তাদের জন্য আপনার সোজা পথে বসে থাকব। তারপর অবশ্যই আমি তাদের কাছে তাদের সামনে থেকে, তাদের পেছন থেকে, তাদের ডান দিক থেকে, তাদের বাম দিক থেকে উপস্থিত হব। আর আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না।’ (সুরা আরাফ : আয়াত ১৪-১৭তবে শয়তান মানুষকে যতই ধোঁকা দিক এবং আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত করুক, বান্দা আল্লাহর কাছে তওবা করলেই তিনি সব মাফ করে দেন, মানুষের সব পাপ মুছে তাকে একেবারে নিষ্পাপ বানিয়ে দেন।

এক হাদিসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– ‘সেই মহান সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন! যদি তোমরা পাপ না কর, আল্লাহ তোমাদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে (তোমাদের পরিবর্তে) এমন এক জাতি আনয়ন করবেন, যারা পাপ করবে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনাও করবে। আর আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। -(মুসলিম, ২৭৪৮)

গুনাহ হয়ে গেলে তাই মানুষের উচিত সাথে সাথে তওবা করে নেওয়া। হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহর দরবারে 'তওবা' করো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো; আমিও প্রতিদিন ১০০ বার তওবা করি।' -(বুখারি, ২৭০২)

এর পাশাপাশি গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার পথ-পন্থা অবলম্বন করা উচিত সবার। এমন ১০টি কৌশল তুলে ধরা হলো এখানে-

নিয়ত করা (গুনাহের সুযোগ পেলেও গুনাহ করবো না)

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘কোন বান্দা একটি পাপ করে বলল, ‘হে আল্লাহ! তুমি আমার পাপ ক্ষমা কর।’ তখন আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘আমার বান্দা একটি পাপ করেছে, অতঃপর সে জেনেছে যে, তার একজন রব আছেন, যিনি পাপ ক্ষমা করেন অথবা তা দিয়ে পাকড়াও করেন।’ অতঃপর সে আবার পাপ করল এবং বলল, ‘হে আমার রব! তুমি আমার পাপ ক্ষমা কর।’ তখন আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘আমার বান্দা একটি পাপ করেছে, অতঃপর সে জেনেছে যে, তার একজন রব আছেন, যিনি পাপ ক্ষমা করেন অথবা তা দিয়ে পাকড়াও করেন।’ আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করলাম। সুতরাং সে যা ইচ্ছা করুক।’ (সহীহুল বুখারী:৭৫০৭; সহীহ মুসলিম:৭১৬২)

সর্বদা অজু অবস্থায় থাকা

হজরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা: থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘বেহেশতের চাবি হচ্ছে নামাজ, আর নামাজের চাবি হলো অজু’। (মুসনাদে আহমাদ-৩ : ৩৪০ পৃ.)

অধিক পরিমাণে ইস্তেগফার করা

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে, ‘তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, নিশ্চয়ই তিনি মহাক্ষমাশীল।’ (সুরা-৭১ নূহ, আয়াত: ১০)।

গুনাহের পরিবেশ পরিবর্তন করা

মানুষের ওপর পরিবেশের প্রভাব পড়ে। যেমন কেউ মসজিদে গেলে তার অন্তরে আল্লাহ-রাসুলের প্রতি ভালোবাসা বাড়ে। কবরস্থানে গেলে মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়। আবার কোথায় আড্ডা দিতে গেলে এসব ভুলে যায়, তখন ফুর্তিতে মেতে ওঠে। তাই কোনও জায়গায় গুনাহের পরিবেশ থাকলে সেই স্থান ত্যাগ করে ভালো পরিবেশে যাওয়া উচিত।

প্রত্যেক কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা

হাদিসে বলা হয়েছে, ‘ গুরুত্বপূর্ণ কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া না হলে তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।’ (মুসনাদে আহমাদ : ১৪/৩২৯; রওজাতুল মুহাদ্দিসিন : ৬৪৫)

ঘর থেকে বের হওয়ার সময় দোয়া পড়া

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ, লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। অর্থ : আল্লাহর নামে, আল্লাহ তাআলার ওপরই নির্ভর করলাম, আল্লাহ তাআলার সাহায্য ছাড়া বিরত থাকা ও মঙ্গল লাভ করার শক্তি কারো নেই।

আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, “যদি কেউ ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বলে, ‘বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ, লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’, তবে তাকে বলা হয় (আল্লাহ তাআলাই) তোমার জন্য যথেষ্ট, তুমি হেফাজত অবলম্বন করেছ (অনিষ্ট থেকে)। তাতে শয়তান তার থেকে দূরে সরে যায়। (তিরমিজি, হাদিস : ৩৪২৬)

সর্বদা জিকিরে কলবী (মনে মনে জিকির) করা

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে : তোমরা নিজ পালনকর্তাকে ডাকো বিনীতভাবে ও সংগোপনে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমা অতিক্রমকারীদের পছন্দ করেন না। (সুরা : আরাফ, আয়াত : ৫৫)

ফজরের নামাজ জামাতের সাথে পড়া

মহানবী (সা.) বলেন, ‘মুনাফিকদের জন্য ফজর ও এশার নামাজের চেয়ে অধিক ভারী কোনো নামাজ নেই। এ দুই নামাজের ফজিলত যদি তারা জানত, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও মসজিদে উপস্থিত হতো।’ (বুখারি, হাদিস : ৬৫৭)

রাসুল (সা.) আরেক হাদিসে বলেন, ‘এমন কোনো ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে না, যে সূর্যোদয়ের ও সূর্যাস্তের আগের নামাজ আদায় করে।’ অর্থাৎ ফজর ও আসরের নামাজ। (মুসলিম, হাদিস : ১৩২২)

জবানের হেফাজত করা

হজরত উকবা ইবনে আমের (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবার রসুলে কারিম (সা.)-কে প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসুল, আল্লাহর আজাব-গজব থেকে নাজাতের উপায় কী? রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, তুমি তোমার জবান হেফাজত করো, গুনাহর জন্য আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করো এবং প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হয়ো না।’ (তিরমিজি, হাদিস : ২৫৬৯)

প্রত্যেক নামাজের পরে নিম্নোক্ত আয়াতের দুই থেকে পাঁচ মিনিট মোরাকাবা (ধ্যান, গভীর চিন্তা) করা

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ

(তোমরা যেখানেই থাকো না কেন আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন, সুরা হাদিদ, আয়াত, ৪)

গোপনে করা পাপ থেকে বাঁচার কিছু আমল

সামাজে বহু মানুষ এমন রয়েছে, যারা অন্যদের কাছে ভালো মানুষ হিসেবে পরিচিত। নিয়মিত নামাজ পড়ে, দীনদার, ধার্মিক, আলেম কিংবা আল্লাহওয়ালা হিসেবে তার পরিচিতি রয়েছে। প্রকাশ্যে তাকে পাপ কাজ করতে দেখা যায় না। কিন্তু গোপনে গোপনে তিনি নানা ধরনের পাপ বা গোনাহের কাজে লিপ্ত। অনেকে তো প্রকাশ্যে ভালো মানুষ হলেও গোপনে কবিরা গোনাহ করে। এটি একদিকে মুনাফেকি, অন্যদিকে ধীরে ধীরে তার আমল ও ইবাদত নষ্ট করে দেয়।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, ‘তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন পাপ বর্জন করো, যারা পাপ করে, অচিরেই তাদের পাপের সমুচিত শাস্তি দেওয়া হবে।’ -সুরা আনআম : ১২০

এখানে গোপনে করা পাপ থেকে বাঁচার কিছু আমল উল্লেখ করা হলো-

এক. আল্লাহতায়ালার কাছে বেশি বেশি কান্নাকাটি করে দোয়া। তিনি যেন তার অবাধ্যতা, নাফরমানি ও সব ধরনের গোনাহ থেকে রক্ষা করেন।

দুই. নফস তথা আত্মার সঙ্গে মোজাহাদা (লড়াই) করা, মনের কুমন্ত্রণা দূর করা এবং আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করা।

তিন. কেয়ামতের দিন গোপন গোনাহকারীদের আমলগুলো ধূলিকণার মতো উড়িয়ে দেওয়ার কথা চিন্তা করা। হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, নবী কারিম (সা.) বলেন, 'আমি আমার উম্মতের কিছু মানুষ সম্পর্কে জানি, যারা কেয়ামতের দিন তিহামার (বিখ্যাত পাহাড়) শুভ্র পর্বতমালা সমতুল্য নেক আমল নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু আল্লাহ সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করবেন। হজরত সাওবান (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রাসুল! তাদের পরিচয় পরিষ্কারভাবে আমাদের কাছে বর্ণনা করুন। যাতে অজ্ঞাতসারে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত না হই। তিনি বললেন, তারা তোমাদেরই ভ্রাতৃগোষ্ঠী এবং তোমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা রাতের বেলা তোমাদের মতোই ইবাদত করবে। কিন্তু তারা এমন লোক, যারা একান্ত গোপনে আল্লাহর হারামকৃত কর্মে (গোপন গোনাহ) লিপ্ত হবে।' -সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৪১৮

চার. আল্লাহতায়ালার উপস্থিতির কথা চিন্তা করা। তিনি আমাকে সর্বদা দেখছেন এবং এ ব্যাপারে তাকে ভয় করা। এ প্রসঙ্গে কোরআনে কারিমে ইরশাদ হয়েছে, '...নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ওপর পর্যবেক্ষক।' -সুরা নিসা : ১

পাঁচ. গোনাহ করার সময় এ কথা চিন্তা করা, কেউ কি দেখলে আমি এমন গোনাহ করতে পারতাম? এভাবে নিজের ভেতরের লজ্জাবোধ জাগ্রত করা। এ বিষয়ে হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'তুমি তোমার পরিবারের কোনো প্রভাবশালী সদস্যকে যেমন লজ্জা পাও, আল্লাহকে (কমপক্ষে) তেমন লজ্জা করো।' -মুসনাদুল বাজ্জার : ৭/৮৯

ছয়. এ চিন্তা করা, গোনাহরত অবস্থায় যদি আমার মৃত্যু হয়, তাহলে কীভাবে আমি আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করব? নবী কারিম (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'প্রত্যেক ব্যক্তিকে (কেয়ামতের দিন) ওই অবস্থায় ওঠানো হবে, যে অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করেছে।' -সহিহ মুসলিম : ২২০৬

সাত. আল্লাহর নেয়ামত ও জান্নাতের সুখ-শান্তির কথা স্মরণ করা এবং জাহান্নামের আজাব ও ভয়ানক শাস্তি কল্পনা করা।

আট. অবসরে জিকির ও ফিকিরে থাকার চেষ্টা করা। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'নিশ্চয়ই আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে নিদর্শনাবলি রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্ন মানুষের জন্য। যারা দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে আর বলে, হে আমাদের রব! আপনি এগুলো নিরর্থক সৃষ্টি করেননি। আপনি পবিত্র। আপনি আমাদের জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।' -সুরা আলে ইমরান : ১৯০-১৯১

গোপন গোনাহ থেকে বেঁচে থাকতে একাকী না থাকার পরামর্শ দিয়ে থাকেন আলেম-উলামারা। ভালো মানুষের সান্নিধ্যে থাকা, অবসর সময়ে বেশি বেশি কোরআন তেলাওয়াত, জিকির-আজকার ও ইসলামি বই বেশি বেশি অধ্যয়ন করা। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'হে মুমিনরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও।' - সুরা তওবা

গোপন গুনাহ থেকে বাঁচার ও নফসকে প্রতিহত করার চমৎকার উপায়

অনলাইন ডেস্ক : শয়তান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সাথে ৪টি বিষয়ে ওয়াদা করেছে।

وَّ لَاُضِلَّنَّهُمْ وَ لَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَ لَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَ لَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ؕ وَ مَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا ﴿١١٩﴾

‘আর অবশ্যই আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, মিথ্যা আশ্বাস দেব এবং অবশ্যই তাদেরকে আদেশ দেব, ফলে তারা পশুর কান ছিদ্র করবে এবং অবশ্যই তাদেরকে আদেশ করব, ফলে অবশ্যই তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবে’। আর যারা আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তারা তো স্পষ্টই ক্ষতিগ্রস্ত হল। (৪ঃ১১৯)

আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআন এ কয়েক জায়গাতে বলেছেন যে শয়তান আমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সুতরাং শয়তান এমন এক শত্রু যে কীনা আমাদের সাথে যুদ্ধ করার শপথ নিয়েছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট, সুতরাং বিষয়টি মোটেও অবহেলা করার নয়।

আমাদের প্রতিটি দিন শুরু করার পূর্বে বারবার নিজেদের স্মরণ করে দেয়া উচিত যে আমাদের দিনগুলো শুরু ও শেষ হয় শয়তানের সাথে যুদ্ধ এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার আনুগত্যের মাধ্যমে। সুতরাং আপনি যদি কেবল আল্লাহর ইবাদত করার উদ্দেশ্যে ময়দানে নামেন তবে অন্যদিকে শয়তানের মত হার না মানা বদ-সৈনিক আপনাকে আক্রমণ করার জন্যে আড়ালে সদাপ্রস্তুত রয়েছে। ফলস্বরূপ আপনি আল্লাহর ইবাদাত করলেও খুব সহজেই যেকোনো পাপে জড়িয়ে পড়বেন শয়তানের ধোকায়।

তবে কেমন হয়, যদি দিনের শুরুতে শয়তানের মত শত্রুকে আপনি তাড়িয়ে দিয়ে ময়দানে নেমে যান আল্লাহর আনুগত্যের জন্যে? এর জন্য আপনাকে যা করতে হবে তা হল নিম্নোক্ত বহুল পরিচিতি দোয়াটি ১০০ বার পড়ে নিবেনঃ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া ‘আলা কুল্লি শাই’ইন ক্বাদীর।

আমরা সকলেই জানি এ দুয়াটি সকল সন্ধ্যার যিকর হিসেবে পড়া হয় এবং অনেকে পড়ি তো পড়ি না। পড়লেও ১০ বার। হিসনুল মুসলিম বইটিতে দুয়াটি একদম শেষে থাকার ফলে অনেকে গুরুত্ব দিয়ে পড়ি না।

আপনি দেখে থাকবেন পুরো হিসনুল মুসলিমে এটিই এমন একটি দোয়া যেটি আপনার পড়তে সবচেয়ে বেশি আলসেমি হয়। জ্বী ভাই! এটি সেই দুয়া যেটি পড়লে শয়তান আর আপনার ধারে কাছে আসতে পারবে না। শয়তান আল্লাহর কাছে করা ওয়াদা গুলো সম্পন্ন করতে পারবে না! এটি সামান্য কোনো বিষয় নয়! দুয়াটি সকালে পাঠ করলে বিকাল পর্যন্ত আসতে পারবে না। আর বিকালে পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত আসতে পারবে না। একজন রাক্বী (যিনি কিনা রুক্বাইয়াহ করেন) তাকে একবার এক জ্বিন ভর করতে গিয়ে না পেরে কেদে দিয়ে বলেছিলো যে আমি পারছি না উনার উপর ভর করতে। এর মূল কারণ ছিলো তিনি সেদিন ১০০ বার উক্ত দুয়াটি পড়ে নিয়েছিলেন। ঘটনাটি আরো সাজানো।

যা হোক, এবার আমরা এ দুয়াটি একটি ভিন্ন নিয়মে পড়বো। আর তা হচ্ছে, উক্ত দুয়াটি আপনি সকালে ফজরের সলাত টা পড়েই ১০০ বার পড়ে মসজিদ থেকে বের হন, এর আগে কিছুতেই দিন শুরু করবেন না। আপনি এই দুয়াকে এমনভাবে প্রায়োরাটাইজ করবেন যে আপনি খাবার-দাবার গ্রহণ করুন আর না করুন, এ দুয়া পড়ে আপনাকে দিন শুরু করতে-ই হবে। অন্যসব আমল স্কিপ করে আগে এই দুয়াটি প্রথমেই পড়ে শেষ করে ফেলুন। ১০ মিনিটের মত লাগতে পারে। তারপর আপনি চাইলে অন্য যেকোনো সকাল সন্ধ্যার যিকর গুলো পড়তে পারেন কিংবা কুরআন তিলওয়াত ইত্যাদি যা ইচ্ছা পড়তে পারতেন।

ঠিক তেমনি পূনরায় আসর কিংবা মাগরিব এর সলাত শেষ করেই দুয়াটি নাক-কান বন্ধ করে ১০০ বার পড়া শেষ করে ফেলুন। এবারও আপনি শয়তান হতে মুক্ত।

আর, যেসকল ভাইবোনেরা সকাল সন্ধ্যার যিকর করেন না তারা এপটি প্লেস্টোর থেকে নামিয়ে নিন কিংবা বইটি স্বল্পমূল্যে কিনে নিন। অতঃপর সকাল সন্ধ্যার যিকর এর দুয়াগুলোর বাংলা অর্থ পড়ুন। আমি নিশ্চিত যে আপনি মাথায় হাত দিয়ে বলবেন যে এমনসব দুয়াগুলো বাদ কিভাবে জীবন কাটালাম! এক পর্যায়ে আপনি সকাল সন্ধ্যার যিকর ছাড়া চলতে পারবেন না।

এবার আসি মূল সমস্যায়। এটা একদম কমন। তা হলো, আউযুবিল্লাহ পড়া, ইন্নি আউযুবিকা দিয়ে শুরু এমন দুয়াগুলো পড়লেও মনে হয় শয়তান যেন যায়নি, এখনও কুমন্ত্রণা দিচ্ছে। জ্বী, এটি সকলের ক্ষেত্রেই। চলুন জানা যাক মূল রহস্য।

৩ ধরনের নাফস রয়েছে। যথাঃ

১. নাফসুল মুত্বমাইন্নাহ

২. নাফসুল লাওয়ামাহ

৩. নাফসুল আম্মারাহ

এর মধ্যে সর্বোত্তম ও সুস্থ নাফস হচ্ছে প্রথমটি, যেটি নিয়ে আমরা আমাদের রবের নিকট ফিরে যাবার আশা করি, এরপর অধিকাংশের নাফস হচ্ছে দ্বিতীয়টি। যা রোগাক্রান্ত। অর্থাৎ অনুতপ্ত পাপী নাফস, যেটি পাপ করে, আবার তাওবা করে।আর তৃতীয় ধরণের নাফসটি ধ্বংসাত্মক, এটির মাঝে কোনো অনুতাপবোধ কিংবা ভয় নেই। মনে রাখবেন আমাদের নাফস হচ্ছে নরম মাটির মত, এটিকে যেভাবে তৈরী করা হয় এটি সেভাবেই কাজ করে।

শয়তান আপনার নাফসকে এমনভাবে তৈরি করে রেখেছে যে আপনি প্রতিরক্ষামূলক দুয়াগুলো পাঠ করলেও আপনার নাফস আপনাকে ছাড় দেয় না। কিন্তু বিশ্বাস করুন আপনি যখন আল্লাহর কাছে শয়তান হতে আশ্রয় চান তখন শয়তান আপনার ধারে ঘেষতে পারে না ঠিকই, কিন্তু আপনার নরম মাটির মত নাফসটি যা শয়তান নাফসুল লাও-ওয়ামাহ তে পরিণত করেছে সেটি আপনাকে ছাড়েনা।

আর যখন আপনার মাঝে পাপ করার ইচ্ছা জাগে তখন শয়তান ও নাফসুল লাও-ওয়ামাহ এদুটির সাথে আপনাকে যুদ্ধ করতে হয় এবং আপনি হেরে যান।

কিন্তু যেদিন আপনি ১০০ বার উক্ত দুয়াটি পাঠ করবেন। সেদিন আপনাকে যুদ্ধ করতে হবে নাফসুল লাও-ওয়ামাহ এর সাথে। সেদিন শয়তান থাকবে না ইনশাআল্লাহ।

ধরা যাক আজ আপনার সিগারেট, মদ কিংবা অন্যকোনো দ্রব্যসেবন করতে মন চাইছে কিংবা কোনো বাজে ফিল্ম দেখা বা গোপন কোনো পাপ করতে মন চাইছে। মনে রাখবেন সেদিন শয়তান নেই। আছে নাফসুল লাও-ওয়ামাহ। আপনার রোগাক্রান্ত নাফস।

একটি জিনিস সবসময়ই দেখবেন, আপনার যতই পাপ করার ইচ্ছা হয়। আপনি জানেন যে মনের গভীরে আপনার একটা শক্তি আছে যেটা দিয়ে আপনি চাইলেই পাপটা এভয়েড করতে পারেন। কিন্তু আপনি তা করেন না। দাঁড়িয়ে বসে কিছু একটা যুক্তি খোজেন পাপ করার কিংবা না করার। ফলস্বরূপ পাপ হয়ে যায়। একটু খানি তৃপ্তির পর দীর্ঘসময়ের অনুশোচনা।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা বলেছেন,

وَ اسۡتَعِیۡنُوۡا بِالصَّبۡرِ وَ الصَّلٰوۃِ ؕ وَ اِنَّہَا لَکَبِیۡرَۃٌ اِلَّا عَلَی الۡخٰشِعِیۡنَ ﴿۴۵﴾

আর তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় তা বিনয়ী ছাড়া অন্যদের উপর কঠিন। (২ঃ ৪৫)

আপনার যখন ফিতনা অনুভব হবে আপনি সাথে সাথে ২ রাকাত নফল সলাতে দাঁড়িয়ে যান। এটা এই লিখার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সবথেকে উত্তম হয় যদি আপনি সারাক্ষণ ওযুতে থাকার অভ্যাস গড়ে তোলেন। ফলস্বরূপ মনে ফিতনার অনুভূতি এলেই আপনি সিজদায় পড়ে বলে ফেললেন

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ

ইয়া হাইয়্যু, ইয়া ক্বইয়্যুমু বিরমাতিকা আস্তাগিছ।

আল্লাহকে এ দুটো নামে ডেকে কিছু চাইলে আল্লাহ দোয়া কবুল করেন। এভাবে যতক্ষণ ফিতনা অন্তর থেকে না দূর হয়, সিজদায় পড়ে থাকেন। সাহায্য চান। দিনে ১০০ বার ফিতনা হলে ১০১ বার সলাত পড়ুন।

মনে রাখবেন, ফিতনা শুরু হলে যদি সলাতের জন্য ওযু করতে যান টয়লেটে কখনোই দেরি করবেন না। অনেক সময় টয়লেটে শয়তান ধোকা দিয়ে বলতে পারে যে,

উত্তমরূপে ওযু করে সলাত টা আদায় করে নে। আপনি বিন্দুমাত্র কানে নিবেন না। চোখ কান বন্ধ করে কোনোমতে শরীরের অংশগুলো ভিজিয়ে ওযু সম্পন্ন করে সলাতে দাঁড়িয়ে যান। কেননা অনেক সময় টয়লেটে ধীরে ধীরে অযু করতে গিয়ে সলাতের আগ্রহ টাই চলে যায়। শরীর মুছতে গিয়ে টাওয়েল খুজতে গিয়েও টাইম নিবেন না, টাওয়েল না পেলে ভিজে শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে যান।

আমার মনে আছে, ব্যক্তিগত কোনো কারণে আমি অনেক ভেঙে যাই। যখনই মনে ব্যাথা অনুভব করতাম তখনই অযু করার জন্য টয়লেট যেতাম। কিন্তু মূহুর্তের মধ্যে আমার মনের কষ্টটা দূর হয়ে যেতো। এরকম কয়েকবার হয় সেদিন। পড়ে বুঝতে পারি হতাশা সৃষ্টিটা শয়তান করছে কিন্তু সে চায় না আমি এর কারণে নফল সলাত পড়ে তার প্রচেষ্টা নস্যাৎ করে দিই।

এভাবে যখন আপনি চেষ্টা করতে থাকবেন আপনি অবশ্যই আল্লাহর সাহায্য পাবেন।

وَ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۶۹٪﴾

আর যারা আমার পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, তাদেরকে আমি অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। আর নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথেই আছেন। (২৯ঃ৬৯)

আরেকটি কাজ অবশ্যই করবেন তা হল, একাকী থাকা বর্জন করুন। কুরআন এর ৩০ তম পারাটি হিফজ করার চেষ্টা করুন। এক পর্যায়ে পাপ করতে গিয়েও করতে পারবেন না, তখন মনে হবে আমি গুনাহ করলে হিফজ করা বন্ধ হয়ে যেতে পারে কিংবা যা মুখস্থ করেছি তা ভুলে যাবো। কেননা কুরআন হচ্ছে আলো, আর পাপ হল অন্ধকার। আলো আর অন্ধকার একত্রে থাকতে পারে না। আপনি যেদিন পাপকে সম্পূর্ণরুপে এভয়েড করবেন সেদিন আপনার এতটা শান্তি লাগবে যা উক্ত পাপ করার সময়েও কখনো পাননি। এর ফলে আপনার কুরআন হিফজ করার আগ্রহও বেড়ে যাবে!

আরেকটি বিষয়, প্লেস্টোর এ lock me out নামের একটি এপ আছে যেটির মাধ্যমে আপনি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফোন এক্সেস করতে পারবেন না। আপনার যখন ফিতনা

অনুভুত হবে তখন আপনি ১ ঘন্টার জন্য টাইমার সেট করে দিলে আপনি আর ফোন খুলতে পারবেন না। ফোন খুললেই আবার স্ক্রিন বন্ধ হয়ে যাবে। সর্বোত্তম হয় যদি বাটন ফোন ইউজ করেন, কিন্তু যখন আপনি বাটন ইউজ করতে যাবেন তখন শয়তান ধোকা দিয়ে বলবে যে অনেক দ্বীনি পোস্ট আর ভিডিও ছাড়া থাকবি কিভাবে?

এটা একটা কমন ধোকা। কিন্তু আপনি এক সপ্তাহ স্মার্টফোন থেকে বিরতি নিয়েই দেখুন, অনাবিল শান্তি আর স্বাধীনতা অনুভব করবেন। আপনার আমার এই ফোন আমাদেরকে বেধে রেখেছে, অন্তর শক্ত করে ফেলেছে।

আপনার রোগাক্রান্ত নাফসটিকে নাফসুল মুত্বমা-ইন্নাহ তে নেয়ার পথে কান্নাকাটি করুন। নরম মাটির নাফস কে রোগমুক্ত করুন। অনুতাপের আগুনে নিজের নাফস দগ্ধ করে শক্ত করুন যাতে ওই অবস্থায় অটল থাকে।

يٰۤاَيَّتُهَا النَّفۡسُ الۡمُطۡمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾

ارۡجِعِیۡۤ اِلٰی رَبِّکِ رَاضِیَۃً مَّرۡضِیَّۃً ﴿٢٨﴾

فَادۡخُلِیۡ فِیۡ عِبٰدِیۡ ﴿٢٩﴾

وَ ادۡخُلِیۡ جَنَّتِیۡ ﴿٣٠﴾

হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি ফিরে এসো তোমার রবের প্রতি সন্তুষ্টচিত্তে, সন্তোষভাজন হয়ে। অতঃপর আমার বান্দাদের মধ্যে শামিল হয়ে যাও। আর প্রবেশ কর আমার জান্নাতে। (৮৯ঃ ২৭,২৮,২৯)

শেষ ধাপ,

আপনাকে এখন আল্লাহর প্রতি আশা রাখতে হবে। আর এই আয়াতগুলো প্রতিদিন দেখে দেখে অন্তরে আশার আলো জাগিয়ে তুলুন।

যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরী করে দেন এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিযক দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না। আর যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করবেনই। নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করে

দিয়েছেন। যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য তার কাজকে সহজ করে দেন। আর যে আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার গুনাহসমূহ মোচন করে দেন এবং তার প্রতিদানকে মহান করে দেন। (৬৫ঃ ২,৩,৪,৫)

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا بَدَّلَكَ اللَّهُ بِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْهُ

আবু কাতাদাহ হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ

নিশ্চয়ই তোমরা আল্লাহর জন্য কোনো কিছু ত্যাগ করলে আল্লাহ এর থেকেও উত্তম কিছু দ্বারা তাকে প্রতিস্থাপন করবেন। (মুসনাদে আহমাদঃ ২২৬৫)

সুতরাং পাপ ছেড়ে দেয়ার পর আপনাকে কেবল অপেক্ষা করতে হবে এর বিনিময় পাবার জন্য। সুতরাং ধৈর্যের সাথে বিনিময়ের অপেক্ষা করুন....।

(আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা সর্বপ্রথম আমাকে, অতঃপর আপনাদের সকলকে আমল করার তাউফিক দান করুক, আমিন

গোপন গুনাহ থেকে মুক্তির উপায়

এই নিবন্ধে গুনাহের বিশেষ একটি প্রকার সম্পর্কে আলোকপাত করব। তা হলো, গোপনে গুনাহ করা। গোপন গুনাহ হলোÑ যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে নেক আমল করে, সৎ কাজ করে এবং আল্লাহর সব বিধিবিধান মেনে চলে, কিন্তু গোপনে মানুষের আড়ালে গুনাহে লিপ্ত থাকে।

এমন গুনাহ করা খুবই ভয়াবহ। গোপনে গুনাহগার ব্যক্তি মূলত জেনে-বুঝে গুনাহে লিপ্ত হয়। আর কেউ যখন জেনে-বুঝে গুনাহে লিপ্ত হয় তখন তার অন্তর থেকে তাকওয়া তথা আল্লাহর ভয় বিদায় নেয়। অন্তর তাকওয়াশূন্য হয়ে পাথরের মতো শক্ত হতে থাকে। ফলে অন্তরে আল্লাহর ভয় জাগ্রত হয় না। মোনাজাতে চোখের পানি আসে না। একপর্যায়ে কোনো আমলেই আর মন বসে না। ইবাদত করতে ভালো লাগে না।

কোরআন তেলাওয়াত মধুর লাগে না। এভাবে ক্রমান্বয়ে সে ধ্বংস ও অধঃপতনের দিকে এগুতে থাকে। সে বাঁচতে চায়, কিন্তু বাঁচতে পারে না।

একপর্যায়ে অবস্থা এতটা ভয়ানক হয় যে, তার ঈমান পর্যন্ত বিনষ্ট হয়ে যায় এবং ঈমানহারা অবস্থায় তার মৃত্যু ঘটে। এমন অনেক ঘটনা রয়েছে যে, সারাজীবন নেক আমল করেছে, লোকে তাকে ভালো জানত, কিন্তু মৃত্যুর সময় ঈমান নসিব হয়নি। কেউ কেউ আবার ইসলামকেই অস্বীকার করে বসে। পরবর্তীতে অনুসন্ধান করে জানা যায়, মনুষ্যসমাজ তাকে ভালো জানলেও গোপনে মারাত্মক ধরনের গুনাহে লিপ্ত ছিল সে।

গোপন গুনাহের উপাদান

বর্তমানে গোপন গুনাহের উপাদান অত্যধিক। হাতের কাছে, বালিশের পাশে গুনাহের অসংখ্য বস্তু। আধুনিক পৃথিবীতে প্রযুক্তির সয়লাবের পাশাপাশি গুনাহের সয়লাবও হয়েছে। যেখানে গুনাহ করলে কেউ কিছু জানতে পারে না। শয়তানের প্ররোচনায় অনেক বড় পরহেজগার মুত্তাকী কঠিনতম গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায়। ইন্টারনেট গুনাহের রাশি রাশি উপাদেয় হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। প্রযুক্তির ভালো দিক যেমনি রয়েছে তেমনি অশ্লীল গান, মুভি, পর্ন ইত্যাদি খারাপের দিকও ঢের কম নয়। তাই গোপন গুনাহের আশঙ্কা থেকে খুব অল্প মানুষই নিরাপদ!

গোপন গুনাহের ভয়াবহতা

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি আমার উম্মতের কতক দল সম্পর্কে অবশ্যই জানি, যারা কিয়ামতের দিন তিহামার শুভ্র পর্বতমালা সমতুল্য নেক আমল নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু মহামহিম আল্লাহ সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করবেন। সাওবান (রা.) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, তাদের পরিচয় পরিষ্কারভাবে আমাদের নিকট বর্ণনা করুন, যাতে অজ্ঞাতসারে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যাই। তিনি বললেন, তারা তোমাদেরই ভ্রাতৃগোষ্ঠী এবং তোমাদের

সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা রাতের বেলা তোমাদের মতোই ইবাদত করবে। কিন্তু তারা এমন লোক, যারা একান্ত গোপনে আল্লাহর হারামকৃত কর্মে লিপ্ত হবে।' (ইবনে

মাজা : ২/১৪১৮)

ইবনে রজব হাম্বল (রহ.) বলেন, বান্দার গোপন গুনাহ ও অবাধ্যতার কারণে মন্দ মৃত্যু হয়ে থাকে, যা মানুষ জানে না; চাই তা খারাপ কোনো আমল হোক বা অন্য কিছু। তার এ গোপন চরিত্রই তার মন্দ মৃত্যুর কারণ হয়।' (জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম: ১/১৭২)। হজরত ইবনুল জাওযি (রহ.) বলেন, গুনাহ থেকে পরিপূর্ণরূপে বেঁচে

থাকা; বিশেষত গোপন গুনাহ থেকে। কেননা, আল্লাহর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা বান্দাকে তার নজর থেকে ফেলে দেয়। আল্লাহ ও তোমার মাঝে গোপনীয় বিষয় সংশোধন কর; তাহলে তিনি তোমার বহিরাগত বিষয় সংশোধন করে দেবেন।' (সাইদুল খাতির : ২০৭) শায়খ ইবনুল আরাবি বলেন, সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত সে-ই, যে মানুষের সামনে ভালো আমল করে, কিন্তু যে মহান সত্তা তার শাহরগ থেকেও অধিক নিকটবর্তী, তার সামনে বদ আমল করে। (তারিখু দিমাশক : ৫/৩৫৬)

গোপন গুনাহ থেকে উত্তরণের উপায়

এক. সর্বদা এ কথা অন্তরে জাগ্রত রাখা যে, আল্লাহ আমাকে পর্যবেক্ষণ করছেন। তিনি আমাকে সর্বদাই দেখছেন। আমি যা করি, আমার প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর সামনে। এ ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর পর্যবেক্ষক।' (সুরা নিসা : ১)

দুই. অন্তরের সঙ্গে মুজাহাদা করা, তার কুমন্ত্রণা দূর করা এবং আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, শপথ প্রাণের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন, তার। অতঃপর তাকে অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়। আর যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়। (সুরা শামস : ৭-১০)

তিন. যে রাস্তাগুলো গুনাহের দিকে ধাবিত করে, সে রাস্তাগুলো বন্ধ করে দেওয়া। তা এভাবে যে, একাকী না থাকা; বরং সবসময় অন্যদের মাঝে থাকা। পরিবার-পরিজন, স্ত্রী ও সন্তানদের মাঝে থাকা। যদি স্ত্রী থেকে দূরে থাকেন তাহলে স্ত্রীকে সঙ্গে রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা। আপনার স্ত্রীর মাধ্যমে নিজেকে পবিত্র রাখুন এবং আপনার মাধ্যমে আপনার স্ত্রীকেও পবিত্র রাখুন। আর যদি আপনি আপনার পরিবারের কাছেই থাকেন এবং তাদের সঙ্গে বসবাস করেন তাহলে আপনি তাদের থেকে দূরে যাবেন না। আপনি আপনার স্ত্রীকে ভালোবাসুন। তার মাধ্যমে আপনার প্রয়োজন পূরণ করুন। যখনই আপনার অন্তরে দেখার খায়েশ জাগবে কিংবা কোনো কিছু আপনার নজরে পড়ে যাবে তখনই আপনি শয়তানকে হারামের দিকে আপনাকে নিয়ে যেতে দেবেন না। বরং আপনি দেরি না করে হালালকে গ্রহণ করুন।

চার. সদা-সর্বদা দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণকর কোনো কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখা। কারণ অবসর সময় মানুষের নষ্টের কারণ। এমন নষ্ট যার কোনো সীমা নেই।

পাঁচ. বেশি বেশি আল্লাহর নিকট দোয়া করা, কান্নাকাটি করা। যেন আল্লাহ নাফরমানি ও সব গুনাহ থেকে হেফাজত করেন। শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে হেফাজত করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে; বস্তুত আমি তো রয়েছি সন্নিকটেই। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করি, যখন তারা আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য, যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে।' (সুরা বাকারা : ১৮৬)

গোপন পাপে আল্লাহ ভীতি দুর হয়ে যায়

গোপনে পাপ করার সময় বান্দার সামনে থাকেন শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলা। আর গোপনে পাপ করার অর্থই হলো, মহান আল্লাহকে ভয় পাওয়া তো দূরের কথা, আল্লাহর কোনো দামই নেই। নাউজুবিল্লাহ। সুতরাং সাধারণ গুনাহের চেয়ে গোপনে করা গুনাহের জঘন্যতা অনেক বেশি।

গোপনে যারা গুনাহ করেন, তারা কেউ না বুঝে করেন না। ভুল করেও করেন না। জেনে বুঝে এবং আয়োজন করেই করেন। কারো ক্ষেত্রে এমন হতে পারে যে, তুলনামূলক ছোট গুনাহ দিয়ে শুরু করেছিলেন, পরে ধীরে ধীরে শয়তানের জালে ফেঁসে গেছেন। এক্ষেত্রেও শুরুটা কিন্তু তিনি নিজেই করেন এবং ইচ্ছে করেই করেন।

গোপনে পাপ করায় অভ্যস্ত বান্দা প্রথমে যে সম্পদ হারান, সেটি হচ্ছে তাকওয়া। মুমিন জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদটি হারিয়ে ফেলার কারণে আল্লাহর ইবাদতে তিনি আর স্বাদ পান না। অন্তর হয়ে যায় পাথর। কোরআন তেলাওয়াত করতে ইচ্ছে করে না; করলেও মধুর লাগে না। ধীরে ধীরে তিনি দীন থেকেই ছিটকে পড়েন। এক পর্যায়ে ধ্বংস আর অধঃপতনের চরম সীমায় পৌঁছে যান তিনি।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহ) বলেন, أجمع العارفون بالله ان ذنوب الخلوات هي أصل الانتكاسات، وأن عبادات الخفاء هي أعظم أسباب الثبات অর্থাৎ 'সকল আউলিয়ায়ে কেরাম একমত যে, বান্দার গোপন গুনাহ দীনের পথে তার পিছিয়ে পড়ার মূল কারণ। আবার দীনের পথে অবিচল থাকার অন্যতম উপায় হচ্ছে গোপন ইবাদত।'

গোপন গুনাহের সবচেয়ে জঘন্য পরিণতি হলো, ঈমানহারা অবস্থায় তার মৃত্যু হওয়ার আশঙ্কা বেশি। হজরত সাহল বিন সাদ আস সায়েদি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'কোনো ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে জান্নাতিদের মতো আমল করবে; অথচ সে জাহান্নামী। আর কোনো ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে জাহান্নামীদের মতো আমল করবে, অথচ সে জান্নাতি।' (সহিহ মুসলিম: ৬৬৩৪)

আরও ইরশাদ হয়েছে, আমি আমার উম্মতের কতক দল সম্পর্কে অবশ্যই জানি, যারা কেয়ামতের দিন তিহামার শুভ্র পর্বতমালা সমতুল্য নেক আমল নিয়ে উপস্থিত হবে, কিন্তু মহামহিম আল্লাহ সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করবেন। সাওবান (রা.) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! তাদের পরিচয় পরিষ্কারভাবে আমাদের নিকট বর্ণনা করুন, যাতে অজ্ঞাতসারে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যাই। তিনি বললেন, তারা তোমাদেরই ভ্রাতৃগোষ্ঠী এবং তোমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা রাতের বেলা তোমাদের মতোই ইবাদত করবে। কিন্তু তারা এমন লোক, যারা একান্ত গোপনে আল্লাহর হারামকৃত কর্মে লিপ্ত হবে।' (ইবনে মাজা: ২/১৪১৮)

লক্ষ করুন, ভালো মানুষ হলেও আসলে তিনি ছিলেন গুনাহগার। গোপন গুনাহে লিপ্ত থাকতেন, যা পরিচিতরা জানতেন না। এরা আসলে মুনাফিক। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, 'তারা মানুষের কাছ থেকে নিজেকে গোপন করে আর আল্লাহর কাছ থেকে গোপন করে না, অথচ তিনি তাদের সঙ্গেই থাকেন, যখন তারা রাতের বেলা এমন কথার পরিকল্পনা করে, যা আল্লাহ পছন্দ করেন না। তারা যা করছে, আল্লাহ সবই বেষ্টন করে আছেন।' (সুরা নিসা: ১০৮)

হজরত ইবনুল জাওযি (রহ.) বলেন, গুনাহ থেকে পরিপূর্ণরূপে বেঁচে থাকো; বিশেষত গোপন গুনাহ থেকে। কেননা, আল্লাহর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বান্দাকে তার নজর থেকে ফেলে দেয়। আল্লাহ ও তোমার মাঝে গোপনীয় বিষয় সংশোধন করো; তাহলে তিনি তোমার বহিরাগত বিষয় সংশোধন করে দেবেন।' (সাইদুল খাতির : ২০৭) শায়খ ইবনুল আরাবি বলেন, সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত সে-ই, যে মানুষের সামনে ভালো আমল করে, কিন্তু যে মহান সত্ত্বা তার শাহরগ থেকেও অধিক নিকটবর্তী, তার সামনে বদ আমল করে। (তারিখু দিমাশক: ৫/৩৫৬)

গোপন পাপ বিভিন্নভাবে হতে পারে। গোপনে গাইরুল্লাহর নাম নিয়ে পশু জবাই করা, অন্যকে দেখানোর জন্য ইবাদত করা, অথবা অপ্রকাশ্য ব্যভিচার বা জিনা করা ইত্যাদি। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'বলে দাও, নিশ্চয়ই আমার রব হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপ এবং অসংগত বিরোধিতা এবং কোনো কিছুকে আল্লাহর

শরিক করা—যার কোনো সনদ তিনি প্রেরণ করেননি। আর আল্লাহ সম্পর্কে এমন কিছু বলা, যা তোমরা জানো না। ' (সুরা আরাফ: ৩৩)

সুতরাং গোপন পাপ থেকে বেঁচে থাকা জরুরি। সর্বদা এ কথা অন্তরে জাগ্রত রাখতে হবে যে আল্লাহ আমাকে পর্যবেক্ষণ করছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর পর্যবেক্ষক।' (সুরা নিসা:

অন্তরের সঙ্গে মুজাহাদা করতে হবে বা নিজেকে পরিশুদ্ধ করার আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'শপথ প্রাণের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন, তার। অতঃপর তাকে অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়। আর যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়।' (সুরা শামস: ৭-১০)

গুনাহ করার সময় এ কথা চিন্তা করা উচিত যে, কেউ কি দেখলে আমি এমন গুনাহ করতে পারতাম? এভাবে নিজের ভেতরের লজ্জাবোধ জাগ্রত করতে হবে। ইরশাদ হয়েছে, 'তুমি তোমার পরিবারের কোনো প্রভাবশালী সদস্যকে যেমন লজ্জা পাও, আল্লাহকে (কমপক্ষে) তেমন লজ্জা করো।' (মুসনাদুল বাজ্জার: ৭/৮৯)

বেশি বেশি আল্লাহর কাছে দোয়া করা গোপন পাপ থেকে বেঁচে থাকার অন্যতম উপায়। আল্লাহ যেন নাফরমানি ও সব গুনাহ থেকে হেফাজত করেন। শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে হেফাজত করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে; বস্তুত আমি তো রয়েছি সন্নিকটেই। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করি, যখন তারা আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য, যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে।' (সুরা বাকারা: ১)

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে গোপন গুনাহ থেকে বাঁচার তাওফিক দিন এবং দীনের পথে অবিচল থাকা সহজ করে দিন। আমিন।

গোপন পাপ ধ্বংস ডেকে আনে

বহু মানুষ এমন রয়েছে, যারা অন্যদের কাছে ভালো মানুষ হিসেবে পরিচিত। নিয়মিত নামাজ পড়ে, দ্বিনদার, ধার্মিক, আলেম কিংবা আল্লাহওয়ালা হিসেবে তার পরিচিতি রয়েছে। প্রকাশ্যে তাকে পাপ কাজ করতে দেখা যায় না। কিন্তু গোপনে গোপনে তিনি নানা ধরনের গোনাহের কাজে লিপ্ত।

অনেকে তো প্রকাশ্যে ভালো মানুষ হলেও গোপনে কবিরা গোনাহ করে। এটি একদিকে মুনাফেকি, অন্যদিকে ধীরে ধীরে তার আমল ও ইবাদত নষ্ট করে দেয়। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন পাপ বর্জন করো, যারা পাপ করে, অচিরেই তাদের পাপের সমুচিত শাস্তি দেওয়া হবে।' (সুরা : আনআম, আয়াত : ১২০)

এ ধরনের গোপন পাপ কথার দ্বারাও হতে পারে, চিন্তা বা নিয়তের দ্বারাও হতে পারে, আবার কর্মের দ্বারাও হতে পারে।

গোপনে গাইরুল্লাহর নাম নিয়ে পশু জবাই করা—কথার গোপন পাপ। রিয়া বা অন্যকে দেখানোর জন্য ইবাদত করা—নিয়ত বা চিন্তার গোপন পাপ। আর অপ্রকাশ্য ব্যভিচার বা গোপন জিনা—কর্মগত গোপন পাপ। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'বলে দাও, নিশ্চয়ই আমার রব হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপ এবং অসংগত বিরোধিতা এবং কোনো কিছুকে আল্লাহর শরিক করা—যার কোনো সনদ তিনি প্রেরণ করেননি।আর আল্লাহ সম্পর্কে এমন কিছু বলা, যা তোমরা জানো না।' (সুরা : আরাফ, আয়াত : ৩৩)

প্রকাশ্য গোনাহের চেয়ে গোপনে করা গোনাহ বেশি ভয়াবহ। কেননা যখন কেউ গোপনে গোনাহ করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন অন্তর থেকে আল্লাহর ভয় বিদায় নিয়ে নেয়। ক্রমাগত সে ধ্বংস ও অধঃপতনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। অবস্থা কখনো এত ভয়ানক হয় যে তার ঈমান পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যায় এবং ঈমানহীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

বর্তমান সময়ে গোপন গোনাহের সরঞ্জাম অনেক বেশি, আর উপকরণগুলোও সহজলভ্য। তাই সমাজের মানুষ দিন দিন গোপন গোনাহে বেশি জড়িয়ে পড়ছে। সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া দ্বিনদার শ্রেণির মানুষ থেকে শুরু করে আলেমরাও বাদ পড়ছেন না।

আল্লামা ইবনে জাওজি (রহ.) বলেন, 'সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত সে, যে মানুষের সামনে ভালো আমল করে, কিন্তু যে মহান সত্তা তার শাহ রগ থেকেও অধিক নিকটবর্তী, তার সামনে বদ আমল করে।' বলা হয়, 'গোপন গোনাহ ও অবাধ্যতার কারণে মানুষের খারাপ মৃত্যু (অপমৃত্যু) হয়।'

যুবকদের গুনাহ থেকে বাঁচার উপায়

জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় যৌবনের দিনগুলো। এই সময়ে শয়তান সব সময় তরুণদের পিছু লেগে থাকে। শয়তান যৌবনের পবিত্রতাকে নষ্ট করতে চায়। আল্লাহ তায়ালা ইবাদত করা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। অনেকের জীবন নষ্ট হয়েছে।

গুনাহ থেকে বাঁচার কার্যকর ৩ টি উপায়।

১. গুনাহের উৎস বন্ধ করে দেওয়া। গুনাহের উৎস হলো 'চিন্তা-ভাবনা'। তাই চিন্তা ভাবনাকে ২৪ ঘন্টা কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখুন; আপনার চিন্তা ভাবনায় ফিল্টার বসিয়ে দিন। আপনার মনের দরজা-জানালা এমনভাবে খুলে দিবেন না যে, যার ইচ্ছে ঢুকবে যার ইচ্ছে বের হবে। আপনার মনকে যা ইচ্ছে তা ভাবতে দিবেন না। মনে রাখবেন যত গুনাহে আপনি লিপ্ত হন তার শুরুটা আপনার চিন্তা-ভাবনা থেকেই শুরু হয়।

প্রথমে গুনাহের চিন্তাটি আপনার মনে উদিত হয়, তারপর সেটি নিয়ে আপনি আরও ভাবতে থাকেন, তারপর মোটামুটি একটি পরিকল্পনা দাড় করেন, অতঃপর গুনাহটি সম্পন্ন করেন। আপনি যদি মনে আসতেই গুনাহের চিন্তাটিকে থামিয়ে দিতে পারেন, তবে আপনি গুনাহ থেকে সফলভাবে বেঁচে থাকতে পারবেন; ইনশাআল্লাহ।

আমাদের মনে সবসময় কোনো না কোনো চিন্তা ঘুরপাক খেতেই থাকে। কিন্তু খেয়াল রাখবেন, যখনি কোনো বাজে চিন্তা মাথায় আসে, সাথে সাথে ঝেড়ে ফেলুন। নিজেকে সবসময় গঠনমূলক কাজে ব্যস্ত রাখুন। পাঁচ ওয়াক্তের সালাত যেকোনো মূল্যে মসজিদে গিয়ে আদায় করুন, প্রতিদিন নির্দিষ্ট পরিমাণ কুরআন তেলাওয়াত করুন, সকাল-বিকালের জিকির-আজকার গুরুত্ব সহকারে আদায় করুন, দ্বীনি বইপুস্তক পড়ুন এবং নিজেকে পুরোদিন কল্যাণমূলক চিন্তায় ব্যস্ত রাখুন। যখনই কোনো গুনাহের চিন্তা উদিত হয়, তখনই আপনি ইস্তেগফার করুন এবং আল্লাহর জিকিরগুলো পড়তে থাকুন।

আমাদের মন একই সাথে দুটো চিন্তা করতে পারে না। আমরা যখন জিকিরে মশগুল হয়ে যাব, গুনাহের চিন্তা এমনিতেই থেমে যাবে।

শয়তান বারবার আপনার মনে কুমন্ত্রণা দেবে, আপনার হৃদয়ে গুনাহের চিন্তা ঢুকিয়ে দেবে। শয়তানের একটি বিষাক্ত তীর হলো 'কুদৃষ্টি'। আপনি কঠোরভাবে আপনার নজরের হেফাজত করুন। ফেইসবুক-ইউটিউবের এই যুগে নজরের (দৃষ্টির) হেফাজত কঠিন ব্যাপার। আপনার ফেইসবুক টাইমলাইনকে নিয়ন্ত্রণ করুন। ইসলামি ব্যক্তিত্ব ও ইসলামি পেজগুলোকে সি-ফার্স্ট দিয়ে রাখুন। ইউটিউবে অন্তত ২০টি ইসলামি চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। নষ্ট ফাইলগুলো হাইড করে দিন।

২. সৎসঙ্গ গ্রহণ। আপনাকে অবশ্যই অসৎসঙ্গ ত্যাগ করতে হবে। নামাজি ও নেককার মানুষকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করুন, যাদের দেখলে আল্লাহর কথা মনে পড়ে, আখেরাতের কথা স্মরণ হয়। যতদিন অসৎসঙ্গ ত্যাগ না করবেন, গুনাহ থেকে আপনি বেঁচে থাকতে পারবেন না।

৩. বিয়ে। কিছু গুনাহ আছে যা বিয়ে করা ব্যতীত এর থেকে বেঁচে থাকা অসম্ভবই বলা যায়। তাই তাড়াতাড়ি বিয়ে করে ফেলার চেষ্টা করুন।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা হজরত রাসূলুল্লাহ সা.-এর সঙ্গে বের হলাম। আমরা ছিলাম যুবক (বিবাহের ব্যয় বহনের) সামর্থ্য আমাদের ছিলো না। তিনি বলেন, হে যুবসমাজ! তোদের বিয়ে করা উচিত।

কেননা এটি দৃষ্টিশক্তিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে রাখে সুরক্ষিত। আর তোমাদের মধ্যে যার বিয়ে করার সামর্থ্য নেই, সে যেন রোজা রাখে, কেননা রোজা তার যৌনশক্তিকে দমিয়ে রাখবে।' -সুনানে তিরমিজি: **১০১৯**

চোখের গুনাহ থেকে বাঁচার উপায়

মানুষের অধিকাংশ গুনাহ শুরু হয় চোখের মাধ্যমে। তাই ইসলামে নজর হেফাজত করা গুরুত্বপূর্ণ। হাদিসে অবৈধ জিনিসের প্রতি দৃষ্টিপাতকে জিনা বা ব্যভিচার বলা হয়েছে। আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, 'চোখের জিনা ও ধর্ষণ হলো হারাম দৃষ্টি।' (বুখারি : ৬৬১২)।

অবৈধ ও নিষিদ্ধ দৃষ্টিপাত সম্পর্কে নবীজি (সা.) কড়া হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, 'তোমার অনুমতি ছাড়া কেউ যদি তোমার ঘরের ভেতর তাকায় আর তুমি কঙ্কর মেরে তার চোখ ফুটো করে দিয়ে থাকো, এতে তোমার কোনো দোষ হবে না।' (বুখারি : ৬৮৮৮)

এ থেকে বোঝা যায়, একে অপরের যেকোনো গোপনীয় বিষয়ে দৃষ্টিপাত থেকে বেঁচে থাকা জরুরি। এ হিসেবে নারী-পুরুষ পরস্পরের সতরের দিকে তাকানো নিষেধ। পুরুষের সতর নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত। নারীর সতর মাহরামদের সামনে মুখাবয়ব, হাতের কবজি এবং পায়ের টাখনু ছাড়া বাকি দেহ। আর গায়রে মাহরামের সামনে পূর্ণ শরীর। কারও ঘরের ভেতর সদর দরজা, জানালা ইত্যাদি দিয়ে দৃষ্টি দেওয়া নিষেধ। কারও ব্যক্তিগত কোনো তথ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত নিষেধ। কারও মোবাইলের মেসেজ, ইনবক্স ও গ্যালারি ইত্যাদি দেখা নিষেধ। কারও ব্যক্তিগত কাগুজে চিঠিপত্র দেখা নিষেধ। পরীক্ষার হলে একে অপরের খাতা দেখা নিষেধ। দৈনন্দিন জীবনে এরকম আরও অনেক বিষয় রয়েছে, যা হারাম ও নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে সামান্য চিন্তা করলেই বুঝে আসে।

অবৈধ দৃষ্টিপাত থেকে বাঁচার উপায় হিসেবে আল্লাহ তায়ালা বলেন,‘আপনি মুমিন পুরুষদেরকে বলুন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটাই তাদের জন্য উত্তম। তারা যা করে আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবগত এবং ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। তারা যেন (দেহের) যা সাধারণত প্রকাশ থাকে, তা ব্যতীত তাদের রূপ-সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে। তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার ওড়না দ্বারা আবৃত করে। তারা যেন তাদের স্বামী, বাবা, শ্বশুর, ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাতিজা, ভাগিনা, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌনকামনা রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারও কাছে তাদের রূপ-সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। হে ঈমানদারগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করো। যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।’ (সুরা নূর : ৩০-৩১)। বিখ্যাত বুজুর্গ জুনাইদ বাগদাদী (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, হারাম দৃষ্টি থেকে বাঁচার উপায় কী? তিনি বলেছিলেন, ‘সর্বদা এ কথা মনে রাখা যে, তুমি হারামের দিকে দৃষ্টিপাত করার আগে আল্লাহর দৃষ্টি তোমার ওপর রয়েছে।’ (জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম : ১/৪০৯)

চোখের ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গুনাহ থেকে কিভাবে বাঁচতে পারি, সে জন্য আমাদের সবসময় সচেষ্ট থাকতে হবে। পাশাপাশি কোরআন-হাদিসে বর্ণিত কার্যকরী কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করলে আমরা চোখের গুনাহ সহ অন্যান্য গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারবো।

> অসৎ সঙ্গ থেকে দূরে থাকো । (সহিহ বুখারী)

> সামর্থ্য থাকলে দ্রুত বিবাহ করা, না হয়, রোযা রাখা। (সহিহ বুখারী)

> মনে রাখা যে, এটা এক ধরনের যেনা (ব্যাভিচার) যা চোখ দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে।

> পূর্ণ মনোযোগের সঙ্গে নামাজ আদায় করা । কারণ, নামাজ মানুষকে যাবতীয় গুনাহ থেকে দূরে রাখে।

> সেসব স্থান পরিহার করা, যেখানে সর্বদা অশালীন কথা ও কাজ হয়ে থাকে। (সহিহ বুখারী)

> কোনো কিছু দেখার সময় আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করা ।

> মন্দ কিছু দেখলে সঙ্গে সঙ্গে ইস্তিগফার পড়া।

> যে নিজেকে শুদ্ধ রাখতে চাই, আল্লাহ তাকে শুদ্ধ রাখেন। (সহিহ মুসলিম)

> খারাপ কিছু প্রথমবার অসাবধানতাবশত দেখলে তাতে কোনো গুনাহ হয় না, কিন্তু দ্বিতীয় বার দেখল তাতে গুনাহ হবে । (আবু দাউদ শরীফ)

> সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, প্রত্যেকটি দৃষ্টি সম্পর্কে কিয়ামতের দিন আমাকে প্রশ্ন করা হবে ।

পাপ থেকে বিরত থাকার সহজ উপায়

কামনা-বাসনা বা রিপু মানবজাতির সহজাত প্রবৃত্তি। এর উপর নির্ভর করে মানুষের জান্নাত ও জাহান্নাম। কামনা-বাসনাকে আরবিতে শাহাওয়াত বলা হয়, যা দ্বারা জাহান্নামকে ঘিরে রাখা হয়েছে। আর যা মানুষ অপছন্দ করে তাকে বলা হয় মাকারিন। এই অপছন্দনীয় বিষয় দ্বারাই জান্নাতকে ঘিরে রাখা হয়েছে।

অতএব, জান্নাতে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে নানা ধরনের বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হবে। কেননা জান্নাতের পানে গমনের রাস্তা ফুল বিছানো নয়!

অন্যদিকে, আমাদের চারিত্রিক বৈশিষ্টের অন্যতম দিক হচ্ছে, যা কিছু মন্দ ও নিষিদ্ধ তা করতে আমাদের ভালো লাগে। সুতরাং, আমরা যদি আমাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করি তবে আমাদের গন্তব্য হবে জাহান্নাম।

আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করিম (সা.) বলেছেন, জাহান্নামকে ঘিরে রাখা হয়েছে আকর্ষণীয় কাজকর্ম দিয়ে আর জান্নাত কে ঘিরে রাখা হয়েছে নিরস কাজকর্ম দিয়ে। (বুখারী, খণ্ড ৭, ২৪৫৫)

গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য অনেকগুলো উপায় থাকলেও এর মধ্য থেকে সহজ কয়েকটি উপায় প্রতিদিনের সংবাদের পাঠকদের তুলে ধরা হলো:

১. গুনাহের পথ বন্ধ করে দেয়া : কোনো গুনাহের কাজ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হলে দ্রুত তা থেকে ফিরে আসা। কারণ আমাদের সমাজে সাধারণত চলতে গেলে ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় আমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের গুনাহের সম্মুখীন হতে হয়। তাই আমরা যদি এসব গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে চাই তবে আমাদেরকে গুনাহের পথসমূহকে বন্ধ করে দিতে হবে।

আমাদের সমাজে একটি প্রবাদ আছে, "খাল কেটে কুমির কুমির আনা।"

কিন্ত গুনাহের ক্ষেত্রে, এমন করা যাবে না অর্থাৎ কুমির আসার সম্ভাবনা থাকলে খাল কাটা থেকে বিরত থাকতে হবে।

২. দৃষ্টিকে সংযত রাখা : মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনুল কারীমে ব্যাভিচারকে নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছেন, "তোমরা জিনার ধারে কাছেও যেয়ো না। কারণ এটি একটি লজ্জাজনক ও নিকৃষ্ট কর্ম, যা অন্যান্য নিকৃষ্ট কর্মের পথ খুলে দেয়।"

(সূরা আল ইসরা : ৩২)

আমরা জানি, ব্যাভিচারের দ্বার উন্মুক্ত করে দৃষ্টি। প্রথমে চোখ দিয়ে মানুষ কাউকে দেখে। পছন্দ হলে তাকে মন থেকে অনুভব করে এবং পরবর্তী পর্যায়ে তা চূড়ান্ত পরিণতির দিকে ধাবিত হয়।

তাই ব্যাভিচার থেকে বাঁচতে হলে আগে আমাদের চোখকে সংযত করতে হবে। এটিতে সক্ষম হলে ব্যাভিচারের পথও বন্ধ হয়ে যাবে।

৩. গোপন অভিসার থেকে দূরে থাকা : যাদের সঙ্গে নারী-পুরুষের বিবাহ অবৈধ তারা ছাড়া বাকি সবার সঙ্গে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। কারণ যাদেরকে বিবাহ করা বৈধ সেসব পুরুষ ও নারী নির্জনে মিলিত হলে সেখানে তৃতীয় আরেকজন থাকে এবং সে হচ্ছে শয়তান। সুতরাং সেই পথটি বন্ধ করা প্রতিটি মুসলিমের কর্তব্য। এখানে ফাঁক-ফোকর খোঁজার চেষ্টা সুবিধাবাদীদের অপচেষ্টামাত্র।

মূলত শয়তানকে কোনোভাবেই সুযোগ দেয়া যাবে না। এমনটা করলে সে আমাদেরকে হারামের পথেই নিয়ে যাবে।

ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, "যখনই কোনো পুরুষ পরনারীর সঙ্গে নির্জনে দেখা করে তখনই শয়তান সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত হয়।" (তিরমিযী : ২১৬৫; ইবনে হিব্বান : ৫৫৮৬)

৪. ইন্টারনেট ব্যবহারে সতর্ক থাকা : আজকের পৃথিবীর অন্যতম জীবন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মাধ্যম হচ্ছে ইন্টারনেট। এখানে যেমন রয়েছে ভালো ও উপকারী বিষয় তেমনি রয়েছে মন্দ ও অশ্লীলতা। আমরা ভালোকে গ্রহণ করে মন্দগুলো থেকে নিজেকে সংযত রাখতে পারলেই মানুষ পাপকর্ম থেকে দূরে থাকতে সক্ষম হবে।

৫. সালাত আদায় করা : নামাজ মানুষকে অশ্লীলতা থেকে দূরে রাখে। তাই যথাসম্ভব নামাজ আদায়ের ব্যাপারে সচেষ্ট থাকা অবশ্য কর্তব্য। এর সঙ্গে প্রাত্যহিক রুটিনের একটি বিষয় রয়েছে। কারণ আমরা যদি প্রতিদিনের রুটিন ঠিক নেই তবে সঠিক সময়ে নামাজ আদায় করতে পারবো।

আবু হোরায়রা (রা.) বর্ণিত, নবী করিম (সা.) মুনাফিকের জন্য ফজর আর এশার সলাত যত কষ্টকর অন্য আর কোন সলাত অনুরূপ কষ্টকর নয়, তারা যদি এ দুটি সালাতের সওয়াব সম্পর্কে জানতো, তাহলে নিতম্বে ভর করে হলেও এ দুই সালাতে উপস্থিত হতো। (বুখারী : ৫৮০)

রাসূল (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি ফজরের সলাত জামাতে আদায় করে, সে আল্লাহর জিম্মায়-দায়িত্বেই থাকে, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর জিম্মা-দায়িত্ব বিনষ্ট করে আল্লাহ তাকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। (তিবরানী)

৬. আল্লাহর ভয় অন্তরে লালন করা : কুরআন ও হাদিসের পরিভাষায় এ ভয়কে তাকওয়া বলা হয়। তাকওয়া বা আন্তরিকতাবিহীন কোনো কাজই সফলতা বয়ে আনে না। যেকোনো কাজের প্রাণ হল তাকওয়া। বিশেষ করে ইবাদত হিসাবে যা কিছু করা হয় তা আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় হওয়ার জন্য তাকওয়া একান্ত প্রয়োজন।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বান্দা যখন কোনো গোনাহর কাজ করে তখন তার অন্তরে এক ধরনের কালো দাগ পড়ে যায়। যদি ইস্তেগফার করে তাহলে এই দাগ দূরীভূত করে তার অন্তর সুচালু, ধারালো ও পরিশীলিত হয়। আর এই দাগের কথা কুরআনেই আছে, খবরদার! তাদের অন্তরে দাগ রয়েছে যা তারা কামাই করেছে। (তিরমিজি, ৫ খ. : ৩৩৩৪)

গুনাহ সম্পর্কে জানা উচিত সেটা ছোট বা বড় (সগীরা বা কবীরা) যা-ই হোক না কেন এবং সর্বদা চেষ্টা করতে হবে ছোট ছোট গুনাহ থেকেও বেঁচে থাকার জন্য।

পাপ করলে যেসব ক্ষতি হতে পারে : ইবনুল কাইয়্যিম আল-জওযিয়্যাহ (র.) তার প্রণীত ‘আদ-দা ওয়াদ দাওয়া’ গ্রন্থে বর্ণনা করেন, গুনাহর ক্ষতি অনেক। নিম্নে এর কয়েকটি বর্ণনা করা হলো।

ক. জ্ঞান থেকে বঞ্চনা।

খ. ইবাদত-আনুগত্য থেকে বঞ্চনা।

গ. নেক কাজের সৌভাগ্য কমে যাওয়া।

ঘ. গুনাহকারীর মর্যাদাহানি হওয়া।

ঙ. মন থেকে লজ্জা চলে যাওয়া।

চ. বরকত চলে যাওয়া।

ছ. বক্ষ সংকুচিত হওয়া।

জ. অন্তর কঠিন হয়ে যাওয়া।

ঝ. লাঞ্ছনার শিকার হওয়া।

ঞ. অশুভ পরিণতি নেমে আসা।

ট. আখেরাতে আযাবের সম্মুখীন হওয়া।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ আরো বলেন, “প্রতিটি পাপ আরো অনেক পাপের জন্ম দেয়, একটি পাপ আরেকটি পাপের দিকে নিয়ে যেতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই পাপরাশি মানুষটিকে এমনভাবে কাবু করে ফেলে যে কৃত পাপগুলোর জন্য তাওবা করাকে তার কাছে কঠিন বলে মনে হয়।”

তিনি আরো বলেন, একজন পাপাচারী লোক তার পাপের জন্য অনুতপ্ত হয় না। কারণ তার অন্তর ইতোমধ্যেই মরে গেছে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, পাপ হলো শেকলের মতন যা পাপকারীকে আটকে রাখে যেন সে তাওহীদের বিশাল বাগানে বিচরণ করতে এবং সেখানকার ফল সৎকর্মসমূহকে সংগ্রহ করতে না পারে। (মাজমুল ফাতাওয়া : ১৪/৪৯)

আল্লাহ আমাদের যেসব গুনাহকে গোপন করেছেন তথা মানুষের কাছ থেকে আড়াল করেছেন সে সমস্ত গুনাহর কথা জনে জনে বলে বেড়ানো অবশ্যই ঠিক হবে না। কেননা এতে নিজের মর্যাদার সাথে সাথে আল্লাহ্র মর্যাদাও ক্ষুন্ন করা হবে।

এছাড়া আরো বহু পথ ও পন্থা রয়েছে নিজেকে গোনাহের কাজ বিরত রাখার। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সেসব থেকে দূরে থাকার তাওফিক দান করুন। আমিন।

গোপন গুনাহের কুফল

মানুষের দৃষ্টির আড়ালে, গোপনে গুনাহ করা অন্তরে নিফাক থাকার অন্যতম একটি লক্ষণ।

মুনাফিকদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا

তারা মানুষের কাছ থেকে নিজেকে গোপন করে আর আল্লাহর কাছ থেকে গোপন করে না অথচ তিনি তাদের সাথেই থাকেন, যখন তারা রাতের বেলা এমন কথার পরিকল্পনা

করে যা আল্লাহ পছন্দ করেন না। তারা যা করছে আল্লাহ সবই বেষ্টন করে আছেন।
- সূরা নিসা (০৪) : ১০৮

গোপন গুনাহের কারণে বান্দার সকল নেক আমল একদম বরবাদ হয়ে যেতে পারে। সুনানে ইবনে মাজাহতে সহী সনদে বর্ণিত একটি হাদিসে এসেছে,

عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنَّهُ قَالَ : لأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا . قَالَ ثَوْبَانُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا جَلِّهِمْ لَنَا أَنْ لاَ نَكُونَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لاَ نَعْلَمُ . قَالَ : أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا .

সাওবান রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি আমার উম্মতের এমন কিছু লোক সম্পর্কে জানি যারা কিয়ামতের দিন তিহামার শুভ্র পর্বতমালা সমতুল্য নেক আমল নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু আল্লাহ তাদের সকল নেকআমল বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করে দেবেন।

সাওবান রাযি. বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাদের পরিচয় আমাদেরকে দিন, পরিস্কারভাবে বলুন, তারা কারা? যেন নিজের অজান্তে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যাই। তিনি বলেন, তারা তোমাদেরই ভাই, তোমাদেরই সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা রাতের বেলা তোমাদের মতোই ইবাদত করবে। কিন্তু তারা এমন লোক যে, নির্জনে আল্লাহর হারামকৃত কাজে লিপ্ত হবে। সুনানে ইবনে মাজাহ ৪২৪৫ (হাদিসটি সহীহ)

বর্তমান সময়ে গোপন গুনাহের সরঞ্জাম অনেক সহজলভ্য হয়ে গেছে আর এ কারণে এ গুনাহ বর্তমানে মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়ছে। ব্যাপক ভাবে মানুষ গোপন গুনাহে জড়িয়ে পড়ছে। কী যুবক আর কী বৃদ্ধ, কী ছেলে আর কী মেয়ে, সবাই এতে লিপ্ত হচ্ছে। বিশেষ করে বর্তমানে যুবক তরুণদের মধ্যে এ গুনাহে জড়িয়ে পড়ার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি।

বাহ্যত দীনদার এমন অনেকেও এ থেকে রেহাই পাচ্ছে না। আমাদের মতো যারা আছে, মানুষ যাদেরকে একটু ভালো মানুষ ভাবে, ভালো মানুষের বেশধারী এই আমরাও মাঝে মধ্যে এই জঘন্য কাজে লিপ্ত হয়ে যাই।

যাদের বাহ্যিক আকৃতি নেকলোকদের মতো, যারা মানুষের সামনে ইচ্ছেকৃত ভাবে কোনো গুনাহ করে না এমন লোকেরা যখন মানুষের দৃষ্টির আড়ালে গুনাহে লিপ্ত হয় তখন তাদের অবস্থা হয় সবচেয়ে ভয়াবহ।

প্রকাশ্য গুনাহের চেয়ে গোপন গুনাহ অনেক বেশি ভয়াবহ। কারণ, গোপন গুনাহ করা হয় জেনে বুঝে, আয়োজন করে, ইচ্ছাকৃতভাবে। ভুলে কেউ গোপন গুনাহতে লিপ্ত হয় না। গোপন গুনাহ মানুষ জেনে বুঝেই করে থাকে।

কারো কারো ক্ষেত্রে হয়তো এমন হতে পারে যে, সে তুলনামূলক ছোট একটা গুনাহ দিয়ে শুরু করেছে, পরে নিজের অজান্তে ধীরে ধীরে শয়তানের জালে ফেঁসে গেছে। এ ক্ষেত্রেও শুরুটা কিন্তু সে নিজেই করে এবং ইচ্ছে করেই করে।

কেউ যখন গোপন গুনাহে অভ্যস্ত হয়ে যায় তখন এই গুনাহ তাকে তিলে তিলে শেষ করে দেয়। তাকে একদম ধবংস করে ছাড়ে।

শুরুটা ছোট ছোট গুনাহ দিয়ে হলেও পরবর্তীতে শয়তান তাকে অনায়াসেই বড় বড় গুনাহতে লিপ্ত করে ফেলে।

একবার যদি কারো এ জঘন্য অভ্যাস হয়ে যায় তাহলে তার জন্য তা থেকে বেরিয়ে আসা অনেক কঠিন হয়ে যায়।

এ জন্য সব সময় সর্বোচ্চ সতর্ক থাকা, কোনো ভাবেই যেন এ জঘন্য অভ্যাস নিজের মাঝে না আসতে পারে।

কেউ যখন কোনো গোপন গুনাহতে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং বার বার তা করতে থাকে তখন ধীরে ধীরে তার অন্তর থেকে আল্লাহর ভয় একদম উঠে যায়। অন্তর শক্ত হয়ে যায়। অন্তরে নেক আমলের প্রতি আগ্রহ থাকে না। ইবাদতে স্বাদ পায় না। তেলাওয়াত,

নামায ইত্যাদি ভালো লাগে না। চোখে পানি আসার মতো অবস্থা দেখলেও চোখে পানি আসে না। এগুলো হল, গোপন গুনাহের কিছু কুফল।

গোপন গুনাহের আরেকটি কুফল হল, গোপন গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি দীনের পথে অবিচল থাকতে পারে না। গোপন গুনাহ তাকে ধীরে ধীরে দীনের পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

অবনতি ও ধ্বংসের মূল কারণ 'গোপন পাপ'

গোপনে পাপ করার সময় বান্দার সামনে থাকেন শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলা। আর গোপনে পাপ করার অর্থই হলো, মহান আল্লাহকে ভয় পাওয়া তো দূরের কথা, আল্লাহর কোনো দামই নেই। নাউজুবিল্লাহ। সুতরাং সাধারণ গুনাহের চেয়ে গোপনে করা গুনাহের জঘন্যতা অনেক বেশি।

গোপনে যারা গুনাহ করেন, তারা কেউ না বুঝে করেন না। ভুল করেও করেন না। জেনে বুঝে এবং আয়োজন করেই করেন। কারো ক্ষেত্রে এমন হতে পারে যে, তুলনামূলক ছোট গুনাহ দিয়ে শুরু করেছিলেন, পরে ধীরে ধীরে শয়তানের জালে ফেঁসে গেছেন। এক্ষেত্রেও শুরুটা কিন্তু তিনি নিজেই করেন এবং ইচ্ছে করেই করেন।

গোপনে পাপ করায় অভ্যস্থ বান্দা প্রথমে যে সম্পদ হারান, সেটি হচ্ছে তাকওয়া। মুমিন জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদটি হারিয়ে ফেলার কারণে আল্লাহর ইবাদতে তিনি আর স্বাদ পান না। অন্তর হয়ে যায় পাথর। কোরআন তেলাওয়াত করতে ইচ্ছে করে না; করলেও মধুর লাগে না। ধীরে ধীরে তিনি দীন থেকেই ছিটকে পড়েন। এক পর্যায়ে ধ্বংস আর অধঃপতনের চরম সীমায় পৌঁছে যান তিনি।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহ) বলেন,

أجمع العارفون بالله ان ذنوب الخلوات هي أصل الانتكاسات، وأن عبادات الخفاء هي أعظم أسباب الثبات

অর্থাৎ 'সকল আউলিয়ায়ে কেরাম একমত যে, বান্দার গোপন গুনাহ দীনের পথে তার পিছিয়ে পড়ার মূল কারণ এবং দীনের পথে অবিচল থাকার অন্যতম উপায় হচ্ছে গোপন ইবাদত।'

গোপন গুনাহের সবচেয়ে জঘন্য পরিণতি হলো, ঈমানহারা অবস্থায় তার মৃত্যু হওয়ার আশঙ্কা বেশি। হজরত সাহল বিন সাদ আস সায়েদি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'কোনো ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে জান্নাতিদের মতো আমল করবে; অথচ সে জাহান্নামী। আর কোনো ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে জাহান্নামীদের মতো আমল করবে, অথচ সে জান্নাতী।' (সহিহ মুসলিম: ৬৬৩৪)

রাসুলুল্লাহ (স.) আরও বলেন, আমি আমার উম্মতের কতক দল সম্পর্কে অবশ্যই জানি, যারা কেয়ামতের দিন তিহামার শুভ্র পর্বতমালা সমতুল্য নেক আমল নিয়ে উপস্থিত হবে, কিন্তু মহামহিম আল্লাহ সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করবেন। সাওবান (রা.) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! তাদের পরিচয় পরিষ্কারভাবে আমাদের নিকট বর্ণনা করুন, যাতে অজ্ঞাতসারে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যাই। তিনি বললেন, তারা তোমাদেরই ভ্রাতৃগোষ্ঠী এবং তোমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা রাতের বেলা তোমাদের মতোই ইবাদত করবে। কিন্তু তারা এমন লোক, যারা একান্ত গোপনে আল্লাহর হারামকৃত কর্মে লিপ্ত হবে।' (ইবনে মাজা: ২/১৪১৮)

লক্ষ করুন, ভালো মানুষ হলেও আসলে তিনি ছিলেন গুনাহগার। গোপন গুনাহে লিপ্ত থাকতেন, যা পরিচিতরা জানতেন না।

এসব মুনাফিকদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, 'তারা মানুষের কাছ থেকে নিজেকে গোপন করে আর আল্লাহর কাছ থেকে গোপন করে না, অথচ তিনি তাদের সঙ্গেই থাকেন, যখন তারা রাতের বেলা এমন কথার পরিকল্পনা করে, যা আল্লাহ পছন্দ করেন না। তারা যা করছে, আল্লাহ সবই বেষ্টন করে আছেন।' (সুরা নিসা: ১০৮)

হজরত ইবনুল জাওযি (রহ.) বলেন, গুনাহ থেকে পরিপূর্ণরূপে বেঁচে থাকো; বিশেষত গোপন গুনাহ থেকে। কেননা, আল্লাহর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বান্দাকে তার নজর থেকে ফেলে দেয়। আল্লাহ ও তোমার মাঝে গোপনীয় বিষয় সংশোধন করো; তাহলে তিনি তোমার বহিরাগত বিষয় সংশোধন করে দেবেন।' (সাইদুল খাতির : ২০৭) শায়খ

ইবনুল আরাবি বলেন, সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত সে-ই, যে মানুষের সামনে ভালো আমল করে, কিন্তু যে মহান সত্ত্বা তার শাহরগ থেকেও অধিক নিকটবর্তী, তার সামনে বদ আমল করে। (তারিখু দিমাশক: ৫/৩৫৬)

গোপন পাপের ধরণ

গোপন পাপ বিভিন্নভাবে হতে পারে। গোপনে গাইরুল্লাহর নাম নিয়ে পশু জবাই করা, অন্যকে দেখানোর জন্য ইবাদত করা, অথবা অপ্রকাশ্য ব্যভিচার বা জিনা করা ইত্যাদি। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'বলে দাও, নিশ্চয়ই আমার রব হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপ এবং অসংগত বিরোধিতা এবং কোনো কিছুকে আল্লাহর শরিক করা—যার কোনো সনদ তিনি প্রেরণ করেননি। আর আল্লাহ সম্পর্কে এমন কিছু বলা, যা তোমরা জানো না। ' (সুরা আরাফ: ৩৩)

গোপন গুনাহ থেকে বাঁচবেন যেভাবে



মানুষের পাপ হওয়া স্বাভাবিক। শতভাগ নিষ্পাপ নয় কেউই। পাপ হলে আল্লাহর কাছে তওবা-ইস্তেগফার করতে হবে। কিন্তু মানুষ প্রকাশ্য পাপ থেকে অনেক সময় বিরত থাকতে পারলেও গোপন পাপ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। বিশেষ করে এমন কিছু মানুষ রয়েছে, যারা সমাজে ভালো মানুষ হিসেবে পরিচিত, নিয়মিত নামাজ পড়ে, ধার্মিক হিসেবে সবাই সম্মান করে, প্রকাশ্যেও তাকে পাপ কাজ করতে দেখা যায় না।

কিন্তু গোপনে গোপনে সে নানা ধরনের গুনাহের কাজে লিপ্ত। প্রকাশ্য পাপের চেয়ে এভাবে গোপনে করা গুনাহ বেশি ভয়াবহ। কেননা যখন কেউ গোপনে পাপ করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন অন্তর থেকে আল্লাহর ভয় হারিয়ে যায়। ক্রমাগত সে ধ্বংস ও অধঃপতনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। অবস্থা কখনও এত ভয়ানক হয়, তার ঈমান পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যায় এবং ঈমানহীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়!

এমন অনেক ঘটনা রয়েছে, সারাজীবন নেক আমল করেছে, লোকে তাকে ভালো জানত, কিন্তু মৃত্যুর সময় ঈমান নসিব হয়নি। কেউ কেউ আবার ইসলামকেই অস্বীকার করে বসে। পরবর্তী সময়ে অনুসন্ধানে জানা যায়, সমাজ তাকে ভালো জানলেও গোপনে মারাত্মক ধরনের গুনাহে লিপ্ত ছিল সে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, 'তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন পাপ বর্জন করো, যারা পাপ করে, অচিরেই তাদের পাপের সমুচিত শাস্তি দেওয়া হবে।' (সুরা আনআম : ১২০)

গোপনে গুনাহগার ব্যক্তি মূলত জেনে-বুঝে গুনাহে লিপ্ত হয়। আর কেউ যখন জেনে-বুঝে গুনাহে লিপ্ত হয় তখন তার অন্তর থেকে তাকওয়া তথা আল্লাহর ভয় বিদায় নেয়। অন্তর তাকওয়াশূন্য হয়ে পাথরের মতো শক্ত হতে থাকে। ফলে অন্তরে আল্লাহর ভয় জাগ্রত হয় না। মোনাজাতে চোখে পানি আসে না। একপর্যায়ে কোনো আমলেই আর মন বসে না। ইবাদত করতে ভালো লাগে না। কোরআন তেলাওয়াত মধুর লাগে না। এভাবে ক্রমান্বয়ে সে ধ্বংস ও অধঃপতনের দিকে এগোতে থাকে। সে বাঁচতে চায়, কিন্তু বাঁচতে পারে না। বর্তমানে গোপন গুনাহের উপাদান অনেক বেশি। হাতের কাছে, বালিশের পাশে গুনাহের অসংখ্য বস্তু। আধুনিক পৃথিবীতে প্রযুক্তির সয়লাবের পাশাপাশি গুনাহের সয়লাবও হয়েছে। যেখানে গুনাহ করলে কেউ কিছু জানতে পারে না।

শয়তানের প্ররোচনায় অনেক বড় পরহেজগার মুত্তাকি কঠিনতম গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায়। ইন্টারনেট গুনাহের রাশি রাশি উপাদেয় হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। প্রযুক্তির ভালো দিক যেমনি রয়েছে, তেমনি অশ্লীল গান, মুভি, পর্নো ইত্যাদি খারাপের দিকও ঢের কম নয়। তাই গোপন গুনাহের আশঙ্কা থেকে খুব অল্প মানুষই নিরাপদ

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, আমি আমার উম্মতের কতক দল সম্পর্কে অবশ্যই জানি, যারা কেয়ামতের দিন তিহামার শুভ্র পর্বতমালা সমতুল্য নেক আমল নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু মহামহিম আল্লাহ সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করবেন। সাওবান (রা.) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, তাদের পরিচয় পরিষ্কারভাবে আমাদের কাছে বর্ণনা করুন, যাতে অজ্ঞাতসারে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যাই।

তিনি বললেন, তারা তোমাদেরই ভ্রাতৃগোষ্ঠী এবং তোমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা রাতের বেলা তোমাদের মতোই ইবাদত করবে। কিন্তু তারা এমন লোক, যারা একান্ত গোপনে আল্লাহর হারামকৃত কর্মে।

হজরত ইবনুল জাওযি (রহ.) বলেন, গুনাহ থেকে পরিপূর্ণরূপে বেঁচে থাকা; বিশেষত গোপন গুনাহ থেকে। কেননা আল্লাহর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা বান্দাকে তাঁর নজর থেকে ফেলে দেয়। আল্লাহ ও তোমার মাঝে গোপনীয় বিষয় সংশোধন করো; তা

হলে তিনি তোমার বহিরাগত বিষয় সংশোধন করে

গোপন পাপ থেকে নিজেকে উদ্ধারের উপায়

এক. সর্বদা এ কথা অন্তরে জাগ্রত রাখা যে, আল্লাহ আমাকে পর্যবেক্ষণ করছেন। তিনি আমাকে সর্বদাই দেখছেন। আমি যা করি, আমার প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর সামনে। এ ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর পর্যবেক্ষক।' (সুরা নিসা : ১)

দুই. অন্তরের সঙ্গে মুজাহাদা করা, তার কুমন্ত্রণা দূর করা এবং আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, শপথ প্রাণের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন, তাঁর। অতঃপর তাকে অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে, সে-ই সফলকাম হয়। আর যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়। (সুরা শামস : ৭-১০)

তিন. যে রাস্তাগুলো গুনাহের দিকে ধাবিত করে, সে রাস্তাগুলো বন্ধ করে দেওয়া। তা এভাবে যে, একাকী না থাকা; বরং সবসময় অন্যদের মধ্যে থাকা। পরিবার-পরিজন, স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে থাকা। যদি স্ত্রী থেকে দূরে থাকেন তা হলে স্ত্রীকে সঙ্গে রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা। আপনার স্ত্রীর মাধ্যমে নিজেকে পবিত্র রাখুন এবং আপনার মাধ্যমে আপনার স্ত্রীকেও পবিত্র রাখুন। আর যদি আপনি আপনার পরিবারের কাছেই থাকেন এবং তাদের সঙ্গে বসবাস করেন তা হলে আপনি তাদের থেকে দূরে যাবেন না। আপনি আপনার স্ত্রীকে ভালোবাসুন। তার মাধ্যমে আপনার প্রয়োজন পূরণ করুন। যখনই আপনার অন্তরে দেখার খায়েশ জাগবে কিংবা কোনো কিছু আপনার নজরে পড়ে যাবে তখনই আপনি শয়তানকে হারামের দিকে আপনাকে নিয়ে যেতে দেবেন না। বরং আপনি দেরি না করে হালালকে গ্রহণ করুন।

চার. সদাসর্বদা দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণকর কোনো কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখা। কারণ অবসর সময় মানুষের নষ্টের কারণ। এমন নষ্ট যার কোনো সীমা নেই।

পাঁচ. বেশি বেশি আল্লাহর কাছে দোয়া করা, কান্নাকাটি করা। যেন আল্লাহ নাফরমানি ও সব গুনাহ থেকে হেফাজত করেন। শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে হেফাজত করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে; বস্তুত আমি তো রয়েছি সন্নিকটেই। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করি, যখন তারা আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য, যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে।' (সুরা বাকারা : ১৮৬)

গোপন পাপের শাস্তি ও ভয়াবহতা

গোপন পাপের ভয়াবহতা: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি আমার উম্মতের কতক দল সম্পর্কে অবশ্যই জানি, যারা কিয়ামতের দিন তিহামার শুভ্র পর্বতমালা সমতুল্য নেক আমল নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু মহামহিম আল্লাহ

সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করবেন। সাওবান (রা.) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, তাদের পরিচয় পরিষ্কারভাবে আমাদের নিকট বর্ণনা করুন, যাতে অজ্ঞাতসারে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যাই। তিনি বললেন, তারা তোমাদেরই ভ্রাতৃগোষ্ঠী এবং তোমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা রাতের বেলা তোমাদের মতোই ইবাদত করবে। কিন্তু তারা এমন লোক, যারা একান্ত গোপনে আল্লাহর হারামকৃত কর্মে লিপ্ত হবে।'

(ইবনে মাজাহ : ২/১৪১৮)

ইবনে রজব হাম্বল (রহ.) বলেন, বান্দার গোপন গুনাহ ও অবাধ্যতার কারণে মন্দ মৃত্যু হয়ে থাকে, যা মানুষ জানে না; চাই তা খারাপ কোনো আমল হোক বা অন্য কিছু। তার এ গোপন চরিত্রই তার মন্দ মৃত্যুর কারণ হয়।' (জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম: ১/১৭২)। হজরত ইবনুল জাওযি (রহ.) বলেন, গুনাহ থেকে পরিপূর্ণরূপে বেঁচে থাকা; বিশেষত গোপন গুনাহ থেকে। কেননা আল্লাহর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা বান্দাকে তার নজর থেকে ফেলে দেয়। আল্লাহ ও তোমার মধ্যে গোপনীয় বিষয় সংশোধন করো; তা হলে তিনি তোমার বহিরাগত বিষয় সংশোধন করে দেবেন।' (সাইদুল খাতির : ২০৭) শায়খ ইবনুল আরাবি বলেন, সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত সে-ই, যে মানুষের সামনে ভালো আমল করে, কিন্তু যে মহান সত্তা তাঁর শাহরগ থেকেও অধিক নিকটবর্তী, তার সামনে বদ আমল করে। (তারিখু দিমাশক : ৫/৩৫৬)

গোপন গুনাহের পরিণাম

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন,

أجمع العارفون بالله ان ذنوب الخلوات هي أصل الانتكاسات، وأن عبادات الخفاء هي أعظم أسباب الثبات .

সকল আউলিয়ায়ে কেরাম একমত যে, বান্দার গোপন গুনাহ দ্বীনের পথে তার পিছিয়ে পড়ার মূল কারণ এবং গোপন ইবাদত দ্বীনের পথে অবিচল থাকার অন্যতম উপায়।

গোপন গুনাহের সবচেয়ে জঘন্য পরিণতি হল, এর কারণে ঈমানহারা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করার আশংকা আছে। একটি হাদীস থেকে এ বিষয়টির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। হাদীসটি সহী মুসলিমে এসেছে,

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ . وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ "

সাহ্*ল বিন সা'দ আস্ সায়েদী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন ব্যক্তি বাহ্যিক ভাবে জান্নাতীদের মতো আমল করবে; অথচ সে জাহান্নামী। আর কোন ব্যক্তি বাহ্যিক ভাবে জাহান্নামীদের মতো আমল করবে, অথচ সে জান্নাতী। সহী মুসলিম ৬৬৩৪

লক্ষ করুন, শুরুতে বলা হচ্ছে, إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ - সে জান্নাতীদের মতো আমল করবে। তার মানে বাহ্যিক ভাবে সে দীনদার। কিন্তু তার পরিণাম বলা হচ্ছে, هُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ - সে জাহান্নামী।

তার জাহান্নামী হওয়ার কারণটা বুঝা যায়, নবিজীর এ কথা থেকে, فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ - বাহ্যিক ভাবে, মানুষের সামনে তার যে অবস্থা প্রকাশ পেত সে হিসেবে দেখা যেত, সে জান্নাতীদের মতো আমল করছে। এ থেকে বুঝা যায়, জাহেরি ভাবে সে ভালো মানুষ হলেও আসলে সে ছিল গুনাহগার। গোপন গুনাহে লিপ্ত। যা সম্পর্কে মানুষ জানত না। এ কারণেই তার এ পরিণতি।

তাই তো ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী রহ. বলেন,

خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس

মৃত্যুর সময় অশুভ পরিণতির কারণ বান্দার ' গোপন গুনাহ ' যা সম্পর্কে মানুষ জানত না।

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/*110763555/*